গাজীপুর জেলা আইনজীবি সমিতি।

The Gazipur District Bar Association

সংবিধান

৩১শে ডিসেম্বর ২০২১ ইং তারিখ পর্যন্ত সংশোধিত

Constitution

(As Modified and Amended up to 31st December 2021)

কার্যালয়

গাজীপুর জেলা আইনজীবি সমিতি

জয়দেবপুর, গাজীপুর, বাংলাদেশ।

Office

The Gazipur District Bar Association

Joydebpur, Gazipur, Bangladesh

সংবিধান

৩১শে ডিসেম্বর ২০২১ ইং তারিখ পর্যন্ত সংশোধিত

Constitution

(As modified and Amended up to 31st December 2021)

গাজীপুর জেলা আইনজীবি সমিতি।

The Gazipur District Bar Association

কার্যালয়

গাজীপুর জেলা আইনজীবি সমিতি

জয়দেবপুর, গাজীপুর, বাংলাদেশ।

Office

The Gazipur District Bar Association

Joydebpur, Gazipur, Bangladesh

গাজীপুর জেলা আইনজীবি সমিতির সংবিধান

স্থাপিত ঃ ১৯৭৮ ইং

৩১ ডিসেম্বর ২০২১ ইং পর্যন্ত সংশোধিত।

Constitution

Of

The Gazipur District Bar Association

Estd. 1978

As modified and Amended up to 31 st December 2021

First Amendment…….	1984
Second Amendment……	1994
Third Amendment……..	1997
Fourth Amendment ……..	2000
With effect from 1st January ……	2000
Fifth Amendment ……	2004
Sixth Amendment …….	2006
Seventh Amendment ……...	2008
Special Amendment ……	2012(With effect from 1st January 2012)
Eighth Amendment…….....	2015 (With effect from 1st January 2015)
Ninth Amendment .....2016 (With effect from 1st January 2017)	
Tenth Amendment .....2017 (With effect from 1st January 2018)	
Eleventh Amendment .....2021 (With effect from 1st January 2022)	

Published by:
Md. Zakirul Islam
General Secretary
Gazipur District Bar Association

Copyright reserved by:
The Gazipur District Bar Association
Jodebpur, Gazipur, Bangladesh
Phone: 9252387
Cell : 01984-552799

Printed and published in 2022
Price : Tk. 200.00 only

Composed by
Roni Roy_ Gazipur

Printed by

Gazipur
Cell:

ভূমিকা

গাজীপুর জেলা আইনজীবি সমিতির গঠনতন্ত্র, সাধারণ পরিষদের ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ এবং ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৮০ ইং তারিখে সাধারণ সভায় প্রথম বারের মত অনুমোদিত ও প্রকাশিত হয় এবং উহা জনাব মোঃ হযরত আলীকে আহব্বায়ক করে গঠিত উপকমিটি ১৯৮৪ ইং সনে তাদের মতামতের ভিত্তিতে সংশোধন করেন এবং উক্ত সংশোধিত গঠনতন্ত্র ১৮ ডিসেম্বর ১৯৮৬ ইং তে প্রকাশিত হয়।

সময়ের চাহিদা পূরণ করার নিমিত্তে গাজীপুর জেলা আইনজীবি সমিতির বিগত সময়ে ১০ (দশ) বার গাজীপুর জেলা আইনজীবি সমিতির সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে। সংবিধানের প্রতিটি সংশোধনীর কারণে পূর্নাঙ্গ সংবিধান পুনঃমুদ্রণ হওয়া আবশ্যক হয়ে যায়। বার বার সংবিধান পুনঃমুদ্রণ করিতে গিয়ে গাজীপুর জেলা আইনজীবি সমিতির অনেক অর্থ ব্যয় করিতে হয়। সংবিধানের বার বার পুনঃমুদ্রণ যাতে না করিতে হয় সেই দিকে লক্ষ্য রেখে গাজীপুর জেলা আইনজীবি সমিতির বিগত ২০/০৯/২০২১ ইং তারিখের সাধারণ সভায় ১২ সদস্য বিশিষ্ট সংবিধান সংশোধন উপ-কমিটি গঠন করা হয়। উপ-কমিটি নিম্নরূপ-

একাদশ সংশোধনী ঃ

১.	**জনাব এড. মোঃ সিদ্দিকুর রহমান**	**(সভাপতি)**	**আহব্বায়ক**
২.	**জনাব আলহাজ্ব এড. মোঃ জাকিরুল ইসলাম**	**(সাধারণ সম্পাদক)**	**সদস্য সচিব**
৩.	**জনাব আলহাজ্ব এড. মোঃ সোলাইমান দর্জী**	**(সাবেক সভাপতি)**	**সদস্য**
৪.	**জনাব আলহাজ্ব এড. মোঃ নূরুল আমিন**	**(সাবেক সভাপতি)**	**সদস্য**
৫.	**জনাব আলহাজ্ব এড. মোঃ সুলতান উদ্দিন**	**(সাবেক সভাপতি)**	**সদস্য**
৬.	**জনাব আলহাজ্ব এড. রফিক উদ্দিন আহমেদ**	**(সাবেক সভাপতি)**	**সদস্য**
৭.	**জনাব আলহাজ্ব এড. মোঃ আঃ সোবহান**	**(সাবেক সভাপতি)**	**সদস্য**
৮.	**জনাব আলহাজ্ব এড. ড. মোঃ সহিদউজ্জমান**	**(সাবেক সভাপতি)**	**সদস্য**
৯.	**জনাব আলহাজ্ব এড. মোঃ ওয়াজউদ্দিন মিয়া**	**(সাবেক সভাপতি)**	**সদস্য**
১০.	**জনাব আলহাজ্ব এড. আমজাদ হোসেন বাবুল**	**(সাবেক সভাপতি ও জি.পি)**	**সদস্য**
১১.	**জনাব এড. মোঃ এমরান হোসেন**	**(সাবেক সাধারণ সম্পাদক)**	**সদস্য**
১২.	**জনাব এড. মোঃ মনজুর মোর্শেদ প্রিন্স**	**(সাবেক সাধারণ সম্পাদক)**	**সদস্য**

উক্ত উপ-কমিটি বিগত ২৬-১০-২১ ইং তারিখে বর্তমান সংবিধানের (অনুচ্ছেদ-৫ এ)- নতুন উপধারা (সদস্যের প্রকারভেদ), (অনুচ্ছেদ-৮) এ নতুন উপধারা সংযোজন- (ঘ), (অনুচ্ছেদ-১৪) এ নতুন উপধারা সংযোজন (ছ), (অনুচ্ছেদ-১৭ এর)- (ক), (অনুচ্ছেদ-২২ এর)- (ঘ), (চ), (জ), (ঞ), নতুন উপধারা সংযোজন (ট), (অনুচ্ছেদ-২৩ এর)- (ক), (নতুন অনুচ্ছেদ -২৫,২৬,২৭) সংযোজনসহ অনুচ্ছেদের কিছু সংশোধনীর প্রস্তাব করেন যাহা সভার সভাপতি জনাব এ্যাড. মোঃ সিদ্দিকুর রহমানের সভাপতিত্বে বিগত ২৭-০১-২০২২ ইং তারিখে সাধারন সভায় গৃহীত হয় । এই সংশোধনী সমূহ ১ জানুয়ারি ২০২২ ইং তারিখ হইতে কার্যকরী হইবে মর্মে অনুমোদিত হয়। এই সংশোধনী সংবিধানের একাদশ সংশোধনী হিসেবে গণ্য হইবে।

গাজীপুর জেলা আইনজীবি সমিতির গঠনতন্ত্র

প্রস্তাবনা

গাজীপুর জেলা আইনজীবি সমিতির সকল সদস্যের বৈধ ও ন্যায় সঙ্গত অধিকার সুরক্ষা ও পরিচালনার এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখার লক্ষ্যে একটি গঠনতন্ত্র থাকা প্রয়োজন।

সেই উদ্দেশ্যে গাজীপুর জেলা আইনজীবি সমিতি এই গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করেছেন। এরপর সময়ের প্রয়োজনে বা উদ্ভুত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে এই গঠনতন্ত্র ও কিছু অনুচ্ছেদ বা উপ অনুচ্ছেদ গাজীপুর জেলা আইনজীবি সমিতির উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংশোধন ও পরিবর্তনের প্রয়োজন হতে পারে।

অত্র এগারতম সংশোধনীর মাধ্যমে এই সংবিধান ১লা জানুয়ারি ২০২২ ইং সংশোধিত আকারে কার্যকরী হবে।

গঠনতন্ত্র
অনুচ্ছেদ-১
সমিতির নাম

এই সমিতিকে **"গাজীপুর জেলা আইনজীবি সমিতি"** নামে অভিহিত করা হবে। বাংলায় নাম ও রীতি হবে **"গাজীপুর জেলা আইনজীবি সমিতি"**। ইহা দি সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন এ্যাক্ট-২১, ১৯৬০ এর অধীনে নিবন্ধিত হবে, যার প্রয়োজনীয়তা সাধারণ পরিষদ যখন যে রূপ বিবেচনা করবেন।

অনুচ্ছেদ-২
সংজ্ঞা

ক) অতঃপর যখন যেখানে "সমিতি" কথাটি উল্লেখ করা হবে, তা " গাজীপুর জেলা আইনজীবি সমিতি" হিসাবে অর্থ ও ব্যবহার হবে।
খ) যখন "সদস্য " শব্দটি ব্যবহার করা হবে , তা একজন তালিকাভূক্ত আইনজীবিকে বুঝাবে যিনি এই সমিতির বিধি বিধান মেনে চলবেন এবং যার নাম কোন বিধান, পদত্যাগ, মৃত্যু, বহিষ্কার এবং অন্য কোন কারণে অথবা কোন আত্মগৌরব জনিত কারণে বাদ দেয়া হয় নাই।
গ) সাধারণ পরিষদ বলতে, সমিতির সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত পরিষদকে বুঝাইবে।
ঘ) "খেলাপী" বলতে সেই সদস্যকে বুঝাবে যিনি এই সমিতির বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত মাসিক চাঁদা ও অন্যান্য ফি ১ বৎসর অর্থাৎ ১২ মাস পরিশোধ করতে ব্যর্থ হবেন।
ঙ) "ভবন তহবিল" হচ্ছে সেই তহবিল, যা গঠন করা ও ব্যবহার করা হচ্ছে নতুন কোন ভবন নির্মাণ অথবা বর্তমানটির বর্ধিত করণ কাজ এবং উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ব্যয় করা হয় বা করা হবে এইরূপ অর্থ সংস্থা কে ভবন তহবিল বলা হবে।
চ) "বেনাভোলেন্ট ফান্ড" হচ্ছে সেই তহবিল যা থেকে এই গঠনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী এইরূপ তহবিলের কোন সদস্য জীবদ্দশায় বা কোন সদস্যদের মৃত্যু হলে উত্তরাধিকারীকে প্রদানের লক্ষ্যে গঠন ও পরিচালনা করা হচ্ছে এবং হবে তাকে বেনাভোলেন্ট ফান্ড বলে গণ্য হবে।
ছ) "ভবিষ্যত চাহিদা তহবিল বা প্রভিডেন্ট ফান্ড হচ্ছে" সেই তহবিল যা থেকে এই সমিতির বিধান অনুযায়ী কোন সদস্যের উত্তরাধিকারী অথবা মনোনীত ব্যক্তিকে অর্থ প্রদানের জন্য গঠিত, উন্নীত ও পরিচালিত তহবিলকে বলা হবে।
জ) "সভাপতি" তিনি বার্ষিক সাধারণ নির্বাচনে সমিতির সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত কর্মকর্তা।
ঝ) "সহ সভাপতি" যারা (২জন) সহ সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত কর্মকর্তা।
ঞ) "সাধারণ সম্পাদক" তিনি সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত কর্মকর্তা।
ট) "সহ-সাধারণ সম্পাদক" তিনি সহ-সাধারণ হিসাবে নির্বাচিত কর্মকর্তা।
ঠ) "কোষাধ্যক্ষ" তিনি কোষাধ্যক্ষ হিসাবে নির্বাচিত কর্মকর্তা।
ড) "লাইব্রেরী সম্পাদক" তিনি লাইব্রেরী সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত কর্মকর্তা।
ঢ) "অডিটর" তিনি অডিটর হিসাবে নির্বাচিত কর্মকতা।
ণ) "সাংস্কৃতিক সম্পাদক" তিনি সাংস্কৃতিক সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত কর্মকর্তা।
ত) "ক্রীড়া সম্পাদক" তিনি ক্রীড়া সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত কর্মকর্তা।
থ) "মহিলা সম্পাদিকা" তিনি মহিলা সম্পাদিকা হিসাবে নির্বাচিত কর্মকর্তা। (শুধুমাত্র মহিলা আইনজীবিদের জন্য সংরক্ষিত)।
দ) "সদস্য" যারা সদস্য হিসাবে নির্বাচিত সদস্য-১১ জন।
ধ) "নির্বাহী কমিটি" হচ্ছে নির্বাচিত পদাধিকারী কর্মকর্তা ও সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি।
ন) "পদাধিকারী কর্মকর্তা" হচ্ছেন সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সহ-সাধারণ সম্পাদক, পাঠাগার সম্পাদক, নিরীক্ষক, সাংস্কৃতিক সম্পাদক, ক্রীড়া সম্পাদক, মহিলা সম্পাদিকাএবং সদস্যগণ।
প) "নির্বাচন কমিশনার" হচ্ছেন নির্বাহী কমিটি কর্তৃক মনোনীত নির্বাচন কমিশনের প্রধান কর্মকর্তা ও সদস্যগণ।
ফ) "সম্মানিত আজীবন সদস্য" বলতে বিশেষ মর্যাদায় আজীবন সদস্য পদ প্রাপ্ত আইনজীবিকে বুঝাবে । যারা সমিতির তহবিলের কোন সুবিধা পাবে না। শুধু মাত্র সমিতির ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। তবে তাঁদের আলাদা তালিকা গাজীপুর জেলা আইনজীবি সমিতিতে সংরক্ষণ থাকবে।
ব) "প্রবীন আইনজীবি কল্যাণ তহবিল" শুধুমাত্র ৪০ বৎসর উর্ধ্বকাল বয়সে যাহারা সদস্য হইবেন তাহাদের কল্যানার্থে গঠিত হইবে।

অনুচ্ছেদ-৩
দপ্তর

ক) গাজীপুর জেলা আইনজীবি সমিতির দপ্তর ইহার নিজস্ব ভবনে অথবা সমিতির সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যখন যেখানে প্রয়োজন সে অনুযায়ী নির্ধারিত স্থানে স্থাপিত হবে।
খ) এই গঠনতন্ত্রে বিধান অনুয়ায়ী নির্বাহী কমিটি তাদের দায়িত্ব গ্রহণের দিন থেকে ১ (এক) বছর মেয়াদের জন্য বহাল থাকবেন এবং এই সমিতির দাপ্তরিক ও অর্থ বছর হবে ইংরেজি ক্যালেন্ডারের মাস অনুযায়ী, মার্চ মাসের ১ম সপ্তাহের ১ম কার্যদিবস থেকে পরবর্তী বৎসরের মার্চ মাসের ১ম সপ্তাহের শেষ কার্যদিবস পর্যন্ত।

অনুচ্ছেদ-৪
সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ক) সকল সদস্যের পেশাগত শ্রেণীর অধিকার ও স্বার্থ সুরক্ষা করা।
খ) আইনজীবি সমিতির মর্যাদা ও স্বাধীনতা সংরক্ষণ ও সমুন্নত রাখা এবং পেশাগত শ্রেণীভূক্ত হিসাবে আদালত, দফতর ও অন্যান্য স্থানে যে কোন সদস্যের মর্যাদা রক্ষার প্রতি দায়িত্ব পালন করা।

গ) সমিতির সকল সদস্যের সাধারণ দক্ষতা, মর্যাদা এবং পেশাগত আচরণ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদী উন্নয়নের প্রতি যত্ন সহকারে পদক্ষেপ নেয়া। যেমন প্রতি বৎসর পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও আচরণগত বিষয়াদী নিয়ে orientation এর ব্যবস্থা করা।

ঘ) সদস্যগণের যে কারো পেশাগত অসদাচরণের মুলোৎপাটন করা।

ঙ) আদালত ও সংশিষ্ট সকল দফতরের দুর্নীতির মুলোৎপাটন করা।

চ) দালাল ও ফটকাদের মুলোৎপাটন করা।

ছ) আইনের শাসন মর্যাদা রক্ষা ও সমুন্নত করার জন্য সকল প্রকার প্রচেষ্টা চালানো।

জ) উন্নত ও সুন্দর সমাজের জন্য যখন যে রূপ প্রয়োজন, সে রূপ কাজ বা কার্যাবলী সম্পাদন করা।

ঝ) সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া।

অনুচ্ছেদ-৫
সমিতির সদস্য পদের জন্য যোগ্যতা

কোন ব্যক্তি, যিনি আইনজীবি সমিতির বিধান অনুযায়ী এবং বাংলাদেশ বার কাউন্সিল অর্ডার ১৯৭২ (১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতি ৪৬ নং আদেশ) অনুযায়ী বাংলাদেশ বার কাউন্সিল কর্তৃক সনদ ধারী একজন আইনজীবি হিসাবে পেশা পরিচালনা করার অধিকার প্রাপ্ত, তিনি সমিতির সদস্য হওয়ার উপযুক্ত। যে কোন আইনজীবি, যিনি পেশাগত অসদাচারনের জন্য স্বীকৃত আইনজীবি সমিতি থেকে বহিস্কৃত, তিনি এই সমিতির অন্তর্ভূক্ত হতে পারবেন না অথবা এই সমিতির সদস্য হিসাবে বহাল থাকার জন্য অনুমতি প্রাপ্ত হবেন না। কোন ব্যক্তি যিনি সরকারী, আধা সরকারী বা স্বায়ত্ত্ব শাসিত বা প্রাইভেট সংস্থায় কর্মরত আছেন তিনি অত্র আইনজীবি সমিতির সদস্য হওয়ার অনুমতি প্রাপ্ত হবেন না। কোন বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবি এই ধরনের কর্মরত শিক্ষানবীশদের ইন্টিমেশনে স্বাক্ষর করবেন না, করিলেও শিক্ষানবীশ আইনজীবির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে। তবে আইনজীবি সমিতি জেনে শুনে এই ধরনের সদস্য করলে উক্ত সময়ের কমিটির উপর দায়-দায়িত্ব বর্তাইবে।

<u>সদস্যের প্রকারভেদ ঃ-</u>

১) **<u>নিয়মিত সদস্যঃ-</u>**

যিনি গাজীপুর বার হইতে ইন্টিমেশন জমা দিয়াছেন এবং অত্র বারের ১ম সদস্য হইয়াছেন। অত্র বারের মাধ্যমে বার কাউন্সিলের পাওনা পরিশোধ করেন। অত্র বারে নিয়মিত আইন পেশা পরিচালনা করেন তাহারা নিয়মিত সদস্য হিসেবে গণ্য হইবেন। তবে অত্র বার প্রতিষ্ঠাকাল সময়ে এবং বিগত ৩১/১২/১৯৮৫ ইং তারিখের পূর্বে যাহারা সদস্য হইয়াছেন, সেই সকল সদস্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

২) সম্মানিত সদস্যগণ/সম্মানিত আজীবন সদস্যগণ অনিয়মিত সদস্য হিসাবে গণ্য হইবেন।

৩) কোন সদস্যের আবেদনের প্রেক্ষিতে / কার্যকরী কমিটির সিদ্ধান্তে কাহারো সদস্যপদ স্থগিত করা হইলে, উক্ত সদস্য অনিয়মিত সদস্য হিসাবে গণ্য হইবেন। উক্তরুপ অনিয়মিত সদস্য থাকাবস্থায় মৃত্যুবরণ করিলে তাহার পক্ষে কোন আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হইবে না। উক্তরুপ অনিয়মিত সদস্যগণ ভোটার হইবে না। পরবর্তীতে নিয়মিত সদস্য হওয়ার তারিখ হইতে তাহার সিনিয়রিটি গণ্য করা হইবে।

অনুচ্ছেদ-৬
সদস্য পদের অযোগ্য হওয়া

ক) পদত্যাগ পত্র জমা দেয়া এবং তা সমিতির নির্বাহী কমিটি কর্তৃক গৃহীত হলে।
খ) মৃত্যুজনিত কারণে।

গ) যে কোন অসদাচরণের কারণে বহিস্কৃত হওয়া।

ঘ) কোন আইন আদালত কর্তৃক দন্ডিত হওয়া, অপরাধের জন্য যা সাধারণ পরিষদ উক্ত সদস্যের দুশ্চরিত্র বা নৈতিকতার বিষয়ে মতামত দিয়েছেন।

ঙ) উম্মাদ হলে।

চ) বকেয়া চাঁদা পরিশোধ না করার কারণে হারানো সদস্য পদের দায় তার নিজের উপর বর্তাবে।

ছ) বাংলাদেশ বার কাউন্সিল কর্তৃক আইনজীবি হিসাবে কাজ করার ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ হলে।

জ) আইনজীবি সমিতির স্বার্থের পরিপন্থি কিছু করলে।

ঝ) সদস্য পদ লাভের সময় কোন সদস্য হলফ নামায় কোন প্রকার ভুল বা মিথ্যা তথ্য প্রদান করলে বা দাখিলি কাগজ পত্রে জাল জালিয়াতি প্রমাণ হলেই তাহার সদস্যপদ বাতিল হবে।

ঞ) কোন সদস্যের স্থায়ী বহিষ্কারের ক্ষেত্রে সমিতির সাধারণ সভার অনুমোদন আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-৭
নির্বাহী কমিটি

ক) নিম্নে বর্ণিত পদাধিকারীদের নিয়ে নির্বাহী কমিটি গঠিত হবে।

১.	সভাপতি	১ (এক)
২.	সহ-সভাপতি	২ (দুই)
৩.	সাধারণ সম্পাদক	১ (এক)
৪.	সহ-সাধারণ সম্পাদক	১ (এক)
৫.	কোষাধ্যক্ষ	১ (এক)
৬.	লাইব্রেরী সম্পাদক	১ (এক)
৭.	অডিটর	১ (এক)
৮.	সাংস্কৃতিক সম্পাদক	১ (এক)
৯.	ক্রীড়া সম্পাদক	১ (এক)
১০.	মহিলা সম্পাদিকা	১ (এক)
১১.	সদস্য	১১ (এগার)

গ) উপরে বর্ণিত সমিতির পদাধিকারী কর্মকর্তাগণ এবং সদস্যগন সমিতির বিধি অনুযায়ী সদস্যগণের মধ্যে থেকে নির্বাচিত হবেন এবং তাহারা (০১) বছরের জন্য স্ব-পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন এবং অনুচ্ছেদ-৩ (বি) তে বর্ণিত মেয়াদ উত্তীর্ণ করতে পারবে না ।

ঘ) বার্ষিক নির্বাচনের ফলাফল ঘোষনা হওয়ার পর নির্বাহী কমিটি পরবর্তী কার্য দিবসে নির্বাচন কমিশনারের নিকট শপথ গ্রহণ করবেন। নব নির্বাচিত কমিটি পরবর্তী কার্য দিবসে পূর্ববর্তী কমিটির পক্ষে বিদায়ী সাধারণ সম্পাদকের নিকট থেকে হিসাব সংক্রান্ত দায়িত্ব বুঝে নেবেন।

অনুচ্ছেদ-৮
নির্বাহী কমিটি ক্ষমতা ও কার্যাবলী

ক) গঠনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী সমিতির সকল কার্যাবলী পরিচালনার জন্য নির্বাহী কমিটি দায়িত্বে থাকবেন।
খ) নির্বাহী কমিটি সমিতির বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করবেন এবং দায়িত্ব গ্রহনের পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সাধারণ সভায় অনুমোদন নেবেন।

গ) সমিতির ভবন সমূহের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষন, পাঠাগার এবং অন্যান্য স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ সমূহের সুরক্ষার দায়িত্ব নির্বাহী কমিটির উপর থাকবে।

ঘ) সমিতির হিসাবের বহি যথাযথ ভাবে ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নির্বাহী কমিটির উপর থাকবে।

ঙ) নির্বাহী কমিটি সমিতির হিসাব খোলা, পরিচালনা অথবা যে কোন হিসাব বন্ধ করার ক্ষমতা থাকবে।

চ) নির্বাহী কমিটি আইনের বিধান অনুযায়ী সমিতির যে কোন কর্মীকে নিয়োগ দেয়া, বহিষ্কার করা, বরখাস্ত বা অপসাধারন করার ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হবেন।

ছ) নির্বাহী কমিটি কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণ এবং অন্যান্য শর্ত ও চাকুরীর বিধি নির্ধারণের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হবেন।

জ) সমিতির যে কোন সদস্যের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয় জানার জন্য এবং উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনার পর যথাযথ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ঝ) সমিতির পক্ষ থেকে নির্বাহী কমিটি যে কোন দোকানঘর ভাড়াটিয়া অধিষ্ঠিত অথবা উচ্ছেদ করা এবং ভাড়ার শর্ত কার্যকরী করার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হবেন। সমিতির পক্ষে যেকোন চুক্তি বা দলিল সম্পাদনের ক্ষেত্রে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের যৌথ স্বাক্ষর থাকবে।

ঞ) নির্বাহী কমিটি আইনজীবি সমিতির সদস্যদের প্রয়োজনে একটি/একাধিক মানসম্পন্ন ক্যান্টিন পরিচালনা করবেন।

ট) নির্বাহী কমিটি লাইব্রেরী সম্পাদককে প্রধান করে পাঠাগার সুষ্ঠ ও সন্তোষজনক ভাবে পরিচালনার জন্য একটি কমিটি গঠন করবেন। গ্রন্থ কমিটির প্রধান হবেন লাইব্রেরী সম্পাদক এবং নির্বাহী কমিটির নিকট সকল কার্যক্রমের জন্য তার জবাবদিহীতা থাকবে।

ঠ) সমিতির কার্যাবলী সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য নির্বাহী কমিটি প্রতি মাসে অন্ততঃ একটি সভা অনুষ্ঠিত করবেন অথবা সার্বিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে যেরূপ সময়ে সভা আহবান করা যায় সেভাবে জরুরী ভিত্তিতে সভার আয়োজন করবেন।

ড) নির্বাহী কমিটি সকল সভার প্রক্রিয়া পরিচালনা ও সংরক্ষণ করবেন এবং সমিতি সংশিষ্ট সকল বিষয়ের দলিল পত্রাদি সংরক্ষণ করবেন।

ঢ) সাধারণ পরিষদের কার্যক্রমের সকল প্রক্রিয়ার বিষয়ে একটি আলাদা রেজিষ্ট্রারে লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করতে হবে।

ণ) সমিতির যে কোন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে নির্বাহী কমিটিতে সহায়তা বা সহযোগীতা্ করার জন্য যে কোন উপ-কমিটি বা কমিটি সমূহ গঠন করার জন্য নির্বাহী কমিটি যথাযথ কর্তৃপক্ষ হবেন এবং এইরূপ গঠিত সকল উপ-কমিটি তাদেরকে দেয়া নির্ধারিত কাজ বা কাজ সমূহ সম্পন্ন হওয়ার পর উক্ত কমিটি বিলুপ্ত করার বিষয় বিবেচনা করা হবে এবং নির্বাহী কমিটি অন্য কোনরূপ সিদ্ধান্ত না নিলে নির্বাহী কমিটির প্রয়োজনীয় কার্যাবলী শেষ হওয়ার পর উক্ত কমিটি বাতিল বলে বিবেচিত হবে।

ঘ) সমিতির সভাপতি মৃত্যুজনিত কারনে বা অন্য কোন কারনে দায়িত্ব পালনে অপারগ হইলে ১ম সহ-সভাপতি ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করিবেন। ১ম সহ-সভাপতির অনুপস্থিতিতে ২য় সহ-সভাপতি দায়িত্ব প্রাপ্ত হইবেন। সাধারণ সম্পাদক মৃত্যুজনিত কারনে বা অন্য কোন কারনে দায়িত্ব পালনে অপারগ হইলে সহ-সাধারণ সম্পাদক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন। মৃত্যুজণিত কারণে অন্যান্য সম্পাদকীয় যে কোন পদ শূণ্য হইলে কার্যকরী কমিটি নির্বাচিত সদস্যগণের মধ্য হইতে যেকোন সদস্যকে উক্ত পদে কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব প্রদান করিবেন।

অনুচ্ছেদ-৯
নির্বাহী কমিটি/সাধারণ সভা

ক) সাধারণ পরিষদ এবং নির্বাহী কমিটির সকল সভা সভাপতির পরামর্শে সাধারণ সম্পাদক আহবান করবেন এবং তার অনুপস্থিতে সহ-সাধারণ সম্পাদক এই দায়িত্ব পালন করবেন।

খ) সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা ব্যতিত সাধারণ পরিষদের সভা অনুষ্ঠানের জন্য কমপক্ষে ৩ (তিন) দিন পূর্বে নোটিশ জারী করতে হবে এবং জরুরী ভিত্তিতে বা প্রয়োজনে সংক্ষিপ্ত সময়ে সভার নোটিশ জারির বিধান রেখে, নির্বাহী কমিটির সভা ডাকার জন্য ১ (এক) দিনের নোটিশের বিধান থাকবে।

অনুচ্ছেদ-১০
কোরাম

ক) নির্বাহী কমিটির সভায় ১২ (বার) জন সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হবে।
খ) সাধারণ পরিষদের সভায় ২০০ (দুই শত) জন সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হবে এবং মূলতবি সভার জন্য কোন কোরাম প্রয়োজন হবে না।

অনুচ্ছেদ-১১
সভা

সমিতির সভাসমূহে নিম্নে বর্ণিত শ্রেণিতে সংজ্ঞায়িত করা হবে ঃ-
১) সাধারণ সভা।

২) বিশেষ সাধারণ সভা।

৩) বার্ষিক বাজেট সংক্রান্ত সভা।

৩) বার্ষিক সাধারণ সভা।

৪) তলবী সভা।

ক) সভায় আলোচিত হবে এমন বিষয় উল্লেখ করে সাধারণ সম্পাদক সাধারণ সভা, বিশেষ সাধারণ সভা, বার্ষিক বাজেট সভা এবং বার্ষিক সাধারণ সভা আহবান করবেন।

খ) যদি সাধারণ সম্পাদক অথবা সহ-সাধারণ সম্পাদক কোন গুরুত্বপূর্ণ বা জরুরী বিষয়ে সাধারণ পরিষদের সভা আহবান করতে ব্যর্থ হন বা বাদ দেন এবং যদি সমিতির কমপক্ষে ২০০ (দুইশত) জন সদস্যের স্বাক্ষর সম্বলিত আবেদন সাধারণ সম্পাদকের নিকট দাখিল করেন সেক্ষেত্রে সাধারণ সম্পাদক অথবা তার অনুপস্থিতিতে সহ-সাধারণ সম্পাদক একটি তলবী সভা আহবান করবেন যেখানে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনের বিষয়টি আলোচিত হবে, তবে বিধান থাকবে যে, যদি সাধারন সম্পাদক মনে করেন যে, উক্ত চাহিদা বা তলব

আপত্তিকর এবং এ বিষয়ে আলোচনা যথাযথ হবে না, তাহলে তিনি এইরূপ তলবী সভা আহবান করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতে পারেন। এক্ষেত্রে নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত চাহিদা উপস্থাপকদেরকে ৫ (পাঁচ) দিনের মধ্যে অবগত করবেন। যদি সাধারণ সম্পাদক অথবা সহ-সাধারণ সম্পাদক এরূপ তলবী সভা কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ ছাড়া ৫ (পাঁচ) দিনের মধ্যে আহবান করতে ব্যর্থ হন তাহলে আবেদনকারীগণ সভা আহবান করার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হবেন।

গ) সমিতির সভাপতি অত্র সমিতির সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

ঘ) সমিতির সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি যে কোন সভার সভাপতিত্ব করবেন।

ঙ) সমিতির সভাপতি এবং সহ-সভাপতিদ্বয় অনুপস্থিত থাকলে নির্বাহী কমিটির সদস্য তালিকার ক্রমিক অনুযায়ী একজন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

অনুচ্ছেদ-১২
বার্ষিক সভা

ক) সমিতির সাধারণ সভা বছরের কমপক্ষে দুইবার অনুষ্ঠিত হবে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত যে কোন দিনে।
খ) সাধারণ পরিষদের অন্যান্য সকল সভাকে বিশেষ সাধারণ সভা বলা হবে।

গ) সাধারণ পরিষদের সভার নোটিশ লিখিত ভাবে হবে এবং ইহা সমিতির নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গিয়ে রাখা হবে অথবা অন্য কোন পদ্ধতিতে যেটা সাধারণ সম্পাদক সঠিক মনে করেন।

ঘ) কোন নোটিশের ভুল ত্রুটি, সেই সংক্রান্ত সভার প্রতি কোনরূপ ক্ষতিকর হবে না।

ঙ) করণীয় কার্য বিবরণী উল্লেখ সহ সভা অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ১০ (দশ) দিন পূর্বে বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ জারী করতে হবে।

চ) নির্বাহী কমিটি বার্ষিক সাধারণ সভার (এ.জি.এম) করে হিসাব নিকাশ অনুমোদন নিতে হবে, তবে অনুমোদন নিতে ব্যর্থ হলে পরবর্তী কমিটি তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

অনুচ্ছেদ-১৩
বার্ষিক সাধারণ সভার করণীয় বিষয়

ক) যে সকল করণীয় বিষয় বার্ষিক সাধারণ সভায় কার্য বিবরণীতে থাকবে তা সমিতির বার্ষিক প্রতিবেদন হিসাবে সাধারণ সম্পাদক উপস্থাপন করবেন।

খ) অডিটর কর্তৃক ১৯ অনুচ্ছেদের (ঙ) নং দফার বিধি মোতাবেক নিরীক্ষা প্রতিবেদন সহ কমিটির কার্যকালে আর্থিক হিসাব নিকাশের বিষয়গুলি বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করতে হবে ।

গ) অন্যান্য যে কোন বিষয় যা আলোচ্য সূচীতে থাকবে তা বিবেচনা করা।

ঘ) সাধারণ সভায় অনুমোদিত বিষয়সমূহ অবশ্যই বাস্তবায়ন করতে হবে, অন্যথায় পরবর্তী কমিটি পূর্ববর্তী কমিটির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

অনুচ্ছেদ-১৪
ব্যবস্থাপনা

ক) সমিতির হল রুম ও অন্যান্য রুম সমূহ ও লাইব্রেরী সরকারি ছুটির দিন ব্যতিত সকাল ৯.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত খোলা থাকবে।
খ) সমিতির সকল করণিক, কর্মচারী এবং অন্যান্য কর্মচারীগণ নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হবে।

গ) সভাপতি হবেন সমিতির সাংবিধানিক প্রধান এবং সাধারণ সম্পাদক হবেন সমিতির নির্বাহী প্রধান যারা সমিতির নির্বাহী কমিটির যথাযথ ব্যবস্থাপনার জন্য দায়িত্বে থাকবেন।

ঘ) সমিতির সকল সদস্যের নির্ধারিত চাঁদা সাধারণ সম্পাদক গ্রহণ করবেন এবং সমিতির পক্ষ থেকে যে কোন ট্রেজারী, আদালত, অফিস, ব্যাংক অথবা ব্যক্তিগত বন্ধুর থেকে গ্রহণ করা রশিদ প্রদান করে অর্থ গ্রহণ করতে পারবেন এবং রশিদ গ্রহণের মাধ্যমে যুক্তি সঙ্গত খাতে অর্থ প্রদান করতে পারবেন।

ঙ) সমিতির অফিস কক্ষ, সকল হল রুম, খেলার রুম এবং সকল আসবাবপত্র কার্যকরি পরিষদের ব্যবস্থাপনায় থাকবে এবং নতুন সদস্যদের আসন বন্টনে ও ব্যবস্থাপনায় সিনিয়রিটিকে প্রাধান্য দিতে হইবে।

চ) সমিতির ভবনে বরাদ্দকৃত চেম্বার সমূহে বরাদ্দ প্রাপ্ত বিজ্ঞ আইনজীবিগণ কার্যকরী কমিটির ব্যবস্থাপনায় পেশা পরিচালনা করিতে পারিবেন কিন্তু কোন অবস্থাতেই চেম্বার এর স্বত্বাধিকারী হইবেন না, হস্তান্তর করতে পারবেন না, পেশা ছাড়িয়া দিলে বা মৃত্যু হইলে চেম্বার সমিতির উপর বর্তাইবে এবং কার্যকরী কমিটি মৃত আইনজীবির উত্তরাধিকারী আইনজীবি হলে তিনি চেম্বার বরাদ্দের ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য হইবেন কিংবা তৎপরিবর্তে

সিনিয়রিটির ভিত্তিতে নতুন আ্ইনজীবীকে বরাদ্দ দিতে পারবেন। এই রূপ ক্ষেত্রে সংশিষ্ট আইনজীবির উত্তরাধিকারী জামানতের অর্থ ফেরৎ নিতে পারবে।

ছ) জটিলতা নিরসন কল্পে সংশ্লিষ্ট কোন পক্ষ মোকদ্দমায় নিযুক্ত আইনজীবি পরিবর্তন করিতে চাইলে নির্ধারিত ফরমে সভাপতি/ সম্পাদক বরাবরে আবেদন করিতে পারিবেন। আবেদনের সহিত সমিতির নামে ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা ব্যাংকে জমা দিতে হইবে। দরখাস্তকারী ও নিযুক্তিয় আইনজীবিবির বক্তব্য শ্রবনান্তে সমিতি সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন। ইহা NOC (No Objection Certificate) হিসাবে পরিচিতি হইবে। আইনজীবি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে NOC বাধ্যর্তামূলক হইবে। NOC হইতে প্রাপ্য টাকার ৫০% প্রবীন আইনজীবি কল্যান তহবিলে এবং ৫০% টাকা বেনাভোলেন্ট ফান্ডে জমা হইবে।

অনুচ্ছেদ-১৫
ব্যাংক হিসাব

ক) সমিতিতে গৃহীত সকল টাকা ব্যাংক হিসাবে জমা রাখা হবে, তবে এটা বিধান যে, জরুরী প্রয়োজনে এবং দৈনন্দিন খরচের জন্য সর্বোচ্চ ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা নগদ রাখতে পারবেন।
খ) সমিতির ব্যাংক হিসাব সভাপতির অবগতি সাপেক্ষে সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে, কোষাধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে সভাপতি নিজে স্বাক্ষর করবেন।

গ) সমিতির গৃহীত টাকা এবং ইহার ব্যয় সম্পর্কে কার্যকরী ভাবে অবগত থাকা সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষের জন্য আবশ্যক। সকল ভাউচারে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষের স্বাক্ষর থাকবে এবং নিরীক্ষক দ্বারা সময় মতো নিরীক্ষা করবেন।

অনুচ্ছেদ-১৬
সাধারণ পরিষদে বরাদ্দ দেয়া ক্ষমতা

নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদের অনুমোদন নেয়া আবশ্যক হবে ঃ-
ক) যে কোন প্রতিষ্ঠান অথবা কোন সদস্যের উত্তরাধিকারীকে অথবা কোন ব্যক্তিকে, কল্যাণ তহবিল ব্যতিত ও সমিতির ফান্ড ব্যতিত অর্থ সাহায্য বা সহযোগীতার ক্ষেত্রে অর্থ বরাদ্দের জন্য।

খ) সমিতির যে কোন প্রয়োজনে নিরাপত্তা জামানত সহ অথবা ব্যতিত সর্বোচ্চ ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা গ্রহণ করার জন্য।

গ) অন্য যে কোন ব্যাপারে যা উপরে উল্লেখ করা হয় নাই কিন্তু সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদন নেয়ার জন্য নির্বাহী কমিটির মতামত নেয়া প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ-১৭
সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্ত এবং নির্ধারিত চাঁদা

গাজীপুর জেলা আইনজীবি সমিতির মাধ্যমে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলে আইনজীবি হিসাবে তালিকাভূক্তির আবেদন করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে এমন ব্যক্তি যিনি এই আইনজীবি সমিতির সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্ত হতে চান, তিনি সভাপতি অথবা সাধারণ সম্পাদক বরাবরে আবেদন জমা দিবেন যা নির্বাহী কমিটির একজন বর্তমান সদস্য কর্তৃক প্রস্তাবিত এবং অপরজন কর্তৃক সমর্থিত হবে।

ক) আবেদকারীর আবেদন পত্রের সঙ্গে সদস্য পদে অন্তর্ভূক্তি ফি বাবদ ৩,৪০০/- (তিন হাজার চারশত) টাকা, বেনাভোলেন্ট ফান্ড ১২,০০০/- (বার হাজার) টাকা, বিল্ডিং ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা, পাঠাগার তহবিল ৭০০/- (সাতশত) টাকা, ত্রাণ তহবিল ৭০০/- (সাতশত) টাকা, পরিচপত্রে ২০০/- (দুইশত) টাকা, ওরিয়েন্টেশন ক্লাশ ১,০০০/- (এক হাজার) টাকাসহ সর্বমোট= ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা এবং জাতীয় পরিচয়পত্র, জীবন বৃত্তান্ত, সাম্প্রতিক সময়ের পাসপোর্ট সাইজের ছবি এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদের সত্যায়িত অনুলিপি জমা দিতে হবে। ৪০ বৎসর উর্ধ্বকাল বয়সীদের বেনাভোলেন্ট ফান্ড ব্যতীত অন্যান্য পাওনাদি জমা দিবেন।

খ) সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এরূপ আবেদনপত্র যুক্তি সঙ্গত সময়ের মধ্যে নির্বাহী কমিটির বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করবেন, যে কোন আবেদনকারীকে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্তি অথবা তার অন্তর্ভূক্তি প্রত্যাখান করতে পারেন। তবে এরূপ প্রত্যাখানের ক্ষেত্রে তার জমা দেয়া পুরো টাকা ফেরত দিতে হবে।

গ) সমিতির প্রত্যেক সদস্যকে মাসিক চাঁদা হিসাবে ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা, ভবন তহবিলে ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা, কল্যাণ তহবিলের ২০০/- (দুইশত) টাকা, সর্বমোট= ৩০০/- (তিনশত) টাকা প্রদান করবেন। তবে সাধারণ সভার অনুমোদনক্রমে উক্ত চাঁদার হার পরিবর্তন যোগ্য।

ঘ) মাসিক সদস্য চাঁদা পরবর্তী মাসের ১০ (দশ) তারিখের মধ্যে পরিশোধ করবেন। তবে দশ দিনের সরকারী ছুটির দিন হলে পরবর্তী কার্য দিবস হিসাবের মধ্যে গণ্য হবে।

ঙ) কোন সদস্য তার মাসিক সমুদয় দেয় ১ বৎসর অর্থাৎ ১২ মাস পর্যন্ত পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে তিনি খেলাপি হিসাবে বিবেচিত হবেন এবং তিনি যদি মেয়াদান্তে পরবর্তী মাসের দশম তারিখের মধ্যে বকেয়া

পরিশোধ না করেন, তাহলে তিনি সদস্য পদ হারাবেন এবং তার সদস্য পদের সকল অধিকার, সুবিধা বাজেয়াপ্ত করা হবে। তবে বিধান থাকবে যে, তিনি যদি পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সমিতির সকল বকেয়া পরিশোধ করেন তবে সাধারণ সম্পাদক কোনরূপ অন্তভূক্তি ফি ছাড়া তাকে পুর্নবহাল করতে পারবেন।

চ) কোন নিয়মিত সদস্য এই সমিতির সদস্য হিসাবে ২০ (বিশ) বছর আইন পেশায় নিয়োজিত থাকলে এবং তার বয়স ৫৫ বৎসরের অধিক না হলে তিনি সমিতির আজীবন সদস্য পদ লাভ করার জন্য এককালীন ১,২০,০০০/- (এক লক্ষ বিশ হাজার) টাকা চাঁদা দিবেন, যার মধ্যে বেনাভোলেন্ট ফান্ডে জমা হবে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা, ভবন তহবিলে জমা হবে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা, লাইব্রেরী তহবিলে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা, সাধারণ তহবিলে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা ও রিলিফ ফান্ডে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা জমা থাকবে। একজন সদস্য আজীবন সদস্য হওয়ার পর তাহাকে আর কোন চাঁদা প্রদান করতে হবে না। কোন ব্যক্তি যিনি এই সমিতির সদস্য হইতে চান তাহার বয়স ৪০ বৎসর পূর্ণ হইয়া থাকিলে অত্র সমিতির সদস্য হতে পারবেন, তবে বেনাভোলেন্ট ফান্ডের সুবিধা পাবেন না। বয়সের ক্ষেত্রে এসএসসি বা সমমানের সার্টিফিকেট ব্যতিত কোন অবস্থাতেই হলফনামা গ্রহণযোগ্য হবে না। কোন সদস্য আজীবন বা সাধারণ উভয় ক্ষেত্রে সদস্য হওয়ার পর ৩০ বছর প্র্যাকটিস না হইলে ২৫% বেনাভোলেন্ট ফান্ডের টাকা পাবেন না। তবে আজীবন সদস্য হওয়ার ১০ বৎসর পূর্ণ হলেও ২৫% বেনাভোলেন্ট ফান্ডের টাকা উত্তোলন করতে পারবেন এবং আজীবন সদস্য ও সম্মানিত আজীবন সদস্যের পৃথক রেজিষ্টার ও সম্মানী বোর্ড আলাদা আলাদা ভাবে স্থাপন করা হবে।

জ) কোন ব্যক্তি সমিতির সদস্য হওয়ার সময় কোন সরকারী, আধা-সরকারী, সায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান বা কোন এম.পিও ভূক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে পেনশন, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুয়িটি বা কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা প্রাপ্ত হয়ে থাকলে তিনি গাজীপুর জেলা আইনজীবি সমিতির সদস্য পদ লাভ করিলেও বেনাভোলেন্ট ফান্ডের কোন আর্থিক সুবিধা পাবেন না।

অনুচ্ছেদ- ১৮
সমিতির তহবিল

ক) সমিতি কর্তৃক গৃহীত সকল অর্থ, ফিস, পুনঃ অন্তর্ভূক্তি ফিস, সদস্য চাঁদা, অনুদান, অনুকম্পা, জরিমানা বা ফান্ড, দোকানঘর ভাড়া এবং ওকালতনামা, হাজিরাপত্র ইত্যাদি খাত থেকে সংগৃহীত টাকা দিয়ে সমিতির তহবিল বা তহবিল সমূহ গঠন করা হবে।

খ) সাধারণ সম্পাদক নির্বাহী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী সকল চলতি ব্যয় ও কর্মচারীদের বেতন পরিশোধের যথাযথ কর্তৃপক্ষ হবেন এবং এই সকল বিষয়ে সঠিক হিসাব নিকাশ রক্ষা করবেন।

গ) সাধারণ পরিষদ কর্তৃক সম্পূরক বাজেট অনুমোদনের পর নির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে যে কোন খাতে যে কোন প্রকার ব্যয় বাজেট করতে পারবেন।

ঘ) সাধারণ সম্পাদক আসবাবপত্র, বই পুস্তক, বৈদ্যুতিক দ্রব্যাদি যার মূল্য ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকার বেশী, সে সকল ক্রয়ের জন্য নির্বাহী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে ব্যয় করার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা।

ঙ) সকল প্রকার ব্যয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

অনুচ্ছেদ-১৯
অফিস বিধি

ক) সাধারণ সম্পাদক এই সমিতির যে কোন কর্মচারীকে তার স্থানে কাজের বিকল্প ব্যবস্থা করে ছুটি অনুমোদন করতে পারবেন।
খ) কোন করণিক এবং অন্যান্য কর্মচারীর বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ সাধারণ সম্পাদকের নিকট করতে হবে, যিনি এ বিষয়ে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা। এক্ষেত্রে শৃঙ্খলা জনিত কোন পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সাধারণ সম্পাদক নির্বাহী কমিটির অনুমোদন নেবেন।

গ) সাধারণ সম্পাদক সমিতির স্থাবর সম্পদ সমূহের দলিল ও প্রমাণ পত্রাদির তালিকার জন্য একটি রেজিষ্ট্রার সংরক্ষণ করবেন।

ঘ) সাধারণ সম্পাদক সমিতির মালিকানাধীন সকল আসবাপত্রের অন্তর্ভূক্তি উল্লেখ করে লিপিবদ্ধ করার জন্য একটি রেজিষ্ট্রার সংরক্ষণ করবেন।

ঙ) বার্ষিক নির্বাচনে নির্বাচিত নিরীক্ষক দ্বারা সমিতির সকল হিসাব প্রতি ৩ মাস অন্তর অন্তর নিরীক্ষা করতে হবে এবং বৎসরান্তে বার্ষিক সাধারণ সভার পূর্বে একজন স্বীকৃত Chartered Accountant এর মাধ্যমে নিরীক্ষা প্রতিবেদন সহ নির্বাহি কমিটির নিকট এবং অতঃপর বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করিতে হইবে। উল্লেখ্য যে, উক্ত বিষয় কার্যকরী না হলে পরবর্তী কমিটি ব্যবস্থা নেবেন।

অনুচ্ছেদ-২০

লাইব্রেরী বিধি

ক) লাইব্রেরী সম্পাদক সমিতির পাঠাগারের দায়িত্বে থাকবেন। তিনি নির্বাহী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে সর্বোচ্চ ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকার বই কিনতে পারবেন। ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকার বেশী বই পুস্তক কিনতে হলে লাইব্রেরী সম্পাদককে প্রধান করে, গঠিত কমিটি এই সব বই কেনার জন্য নির্বাহী কমিটির পূর্বানুমতি গ্রহণ করবেন, যার দায়িত্ব থাকবে লাইব্রেরী সম্পাদকের।
খ) কোন বিধান অথবা লাইব্রেরী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী লাইব্রেরিয়ান যে কোন সদস্যের নিকট বই ইস্যু করবেন, তবে উক্ত সদস্যের পূর্ণ স্বাক্ষর তারিখ এবং কোন আদালতে বই ইস্যু করবেন, তবে উক্ত সদস্যের পূর্ণ স্বাক্ষর তারিখ এবং কোন আদালতে বই নেয়া হচ্ছে সে সব বিবরণ উল্লেখ থাকা প্রমাণ পত্র গ্রহণ করে ইস্যুকৃত বইয়ের বিষয় রেজিষ্ট্রারে লিপিবদ্ধ করে অথবা যথাযথ ভাবে নির্ধারিত ফরম পূরণ করে উক্ত বই প্রদান করবেন।

গ) যে কোন সদস্য কোন বই আদালত, সমিতির হল রুম অথবা আদালত চত্বরের বাইরে কোন স্থানে নিতে পারবেন না। যদি এরূপ প্রতীয়মান হয় যে, কোন সদস্য তথ্য গোপন করে অথবা প্রতারনা মূলক ভাবে লাইব্রেরীর কোন বই তার বাড়ী, আদালত চত্বরের বাইরে কোন স্থানে নিয়ে গিয়েছেন, তাহলে তার সদস্য পদ বাতিল হবে।

ঘ) গ্রন্থাগারিক অথবা তার সহকারী, কোন সদস্য কর্তৃক নেয়া বই ফেরত দিয়েছেন এবং ফেরতের বিষয়টি যথাযথ ভাবে লিপিবদ্ধ করা আছে এটা নিশ্চিত করবেন।

ঙ) যদি কোন সদস্য তার নিজের ব্যবহারের জন্য কোন বই নিতে চান, তাহলে তিনি তা নির্ধারিত স্লিপে নোট করবেন এবং পরবর্তী দিন সকাল ১০.৩০ মিনিটের পূর্বে অবশ্যই ফেরত দিবেন। বিশেষ ক্ষেত্রে লাইব্রেরী সম্পাদক উক্ত সময়ের উর্ধ্বে কিছু সময় বৃদ্ধি করার জন্য অনুমোদন প্রাপ্ত, তবে তা কোন অবস্থাতেই দুই দিনের বেশী হবে না। যদি কোন বই আদালতের প্রিজাইডিং অফিসারকে দেয়া হলে তাহলে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না। এরূপ ক্ষেত্রে সদস্য তার স্লিপে উক্ত আদালতের নাম লিপিবদ্ধ করবেন। তবে উক্ত সদস্য নিজ দায়িত্বে বই লাইব্রেরীতে ফেরত দিবেন।

চ) যখন কোন সদস্য কর্তৃক নেয়া বই বা বইগুলি পরবর্তী দিনে ফেরত না দেন অথবা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফেরত না দেন, তাহলে উক্ত সদস্য প্রতিটি বইয়ের জন্য প্রতি দিন বাবদ ৫/- (পাঁচ) টাকা হিসাবে জরিমানা দিবেন এবং ইতিপূর্বে নেয়া বই ফেরত না দেয়া পর্যন্ত তিনি আর কোন বই নিতে পারবেন না অথবা তিনি যদি উক্ত বই বা বই গুলির বাজার মূল্য সমিতিকে পরিশোধ না করেন, তাহলে তিনি আর কোন বই নেয়ার জন্য অধিকারী থাকবেন না। ভোটার তালিকায় তার নাম অন্তর্ভূক্ত হইবে না।

ছ) কোন সদস্যের নিকট বই ইস্যু করা এবং ফেরত নেয়ার ব্যাপারে পুস্তক কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হিসাবে বিবেচিত হবে।

জ) যদি কোন সদস্য কর্তৃক তাহার ব্যবহারের জন্য নেয়া বই অথবা কোন আদালতে ব্যবহারের জন্য নেয়া বই হারিয়ে ফেলেন, তাহলে তিনি উহার মূল্যের টাকা পরিশোধ করবেন যা দিয়ে উক্ত বই সংগ্রহ করা হবে।

ঝ) যদি কোন সদস্য তার ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ফেরতের শর্তে নেয়া বই ফেরত দিতে ব্যর্থ হন, তাহলে লাইব্রেরী সম্পাদক তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিবেন এবং বিষয়টা অনুমোদনের জন্য নির্বাহী কমিটিতে প্রেরণ করবেন। এক্ষেত্রে নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত এবং বাধ্য বাধক হিসাবে বিবেচিত হবে।

ঞ) লাইব্রেরী সম্পাদক বার্ষিক সাধারণ সভায় লাইব্রেরীতে রক্ষিত বই এর বিস্তারিত তালিকা প্রদান করিতে বাধ্য থাকবে।

অনুচ্ছেদ-২১
ভবন তহবিল

ক) সাধারণ পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে নির্বাহী কমিটি ভবন তহবিলের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করতে পারবেন এবং এই তহবিল "ভবন তহবিল" বলে উল্লেখ হবে। ভবন কমিটির নামে নির্বাহী কমিটি ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি বিশেষ কমিটি মনোনীত অথবা নির্বাচিত করতে পারবেন এবং সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ যথাক্রমে এক্স-অফিসের সেক্রেটারী এবং কোষাধ্যক্ষ হিসাবে থাকবেন।
খ) সমিতি যে কোন তফসিলী ব্যাংকে আলাদা হিসাব খুলতে পারবেন যার মাধ্যমে কোন সদস্য অথবা অন্য কোন উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থ এই উদ্দেশ্যে লেনদেন হবে এবং কোষাধ্যক্ষ অনুরূপ হিসাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করবেন এবং এইরূপ হিসাবের ক্ষেত্রে স্বাক্ষর করবেন।

গ) সদস্যগণ কর্তৃক দেয়া ভবন তহবিল ফি এবং অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থের বিস্তারিত বিবরণ এই উদ্দেশ্যে রক্ষিত রেজিষ্ট্রার বইয়ে যথা শিগগির সম্ভব লিপিবদ্ধ করবেন।

ঘ) যদি কোন সদস্য উপরে বর্ণিত ভবন তহবিলের ফি জমা দিতে ব্যর্থ হন, তাহলে তা অনুচ্ছেদ ১৭-এর ধারা (ঙ) অনুযায়ী বকেয়া আদায় করা যাবে। ভবন তহবিলে অর্থের অন্যান্য উৎস হচ্ছে সদস্যের নিকট হতে মাসিক ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা, প্রত্যেক আজীবন সদস্যের নিকট হতে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা এবং ওকালতনামা থেকে ২০/- (বিশ) টাকা।

ঙ) ভবন তহবিলের টাকা কেবলমাত্র এই সমিতির ভবনের যে কোন মেরামত, বর্ধিত করণ অথবা পরিবর্তন অথবা ইহার যে কোন অংশের প্রয়োজনীয় কাজে অথবা নতুন ভবন নির্মাণের জন্য ব্যয় করা হবে, তবে বিধান থাকে যে, সাধারণ পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে নির্বাহী কমিটি এই সমিতির জন্য অন্য যে কোন প্রয়োজনে এই ব্যয় করতে পারবেন।

চ) ভবন কমিটি সর্বদা নির্বাহী কমিটির নিকট জবাবদিহিতা করতে বাধ্য থাকবেন।

ছ) কোন কমিটি বেনাভোলেন্ট ফান্ডের টাকা অন্য তহবিলে খরচ কিংবা ব্যবহার করতে পারবেন না, করলে কমিটির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

অনুচ্ছেদ-২২
বেনাভোলেন্ট ফান্ড

ক) প্রত্যেক সদস্য তার মাসিক চাঁদাসহ বেনাভোলেন্ট ফান্ড খাতে ২০০/- (দুইশত) টাকা হিসাবে জমা দিবেন। সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে অন্যান্য উৎস থেকে অর্থের মাধ্যমে ইহার পরিমান বাড়ানো যাবে। প্রত্যেক ওকালতনামা থেকে ৫০%, প্রত্যেক ব্লু পেপার (হাজিরা কাগজ) থেকে ৪০% , রিলিফ ফান্ড থেকে ৫০% টাকা, প্রত্যেক নতুন সদস্যের ভর্তি ফি হইতে ৪,০০০/- (চার হাজার) এবং প্রত্যেক আজীবন সদস্য থেকে ১,২০,০০০/- (এক লক্ষ বিশ হাজার) টাকা। ৩য় ও ৪র্থ তলার প্রতি চেম্বার হতে ৫০% টাকা এবং প্রতিটি জামিননামা হতে ৫০% টাকা অত্র বেনাভোলেন্ট ফান্ডে জমা হবে।

খ) নির্বাহী কমিটি কর্তৃক ৫ সদস্যের একটি বেনাভোলেন্ট ফান্ড কমিটি গঠিত হবে এবং কোন সদস্যের মৃত্যুজনিত কারণে তার উত্তরাধিকারীকে আর্থিক সহায়তা দেয়ার বিষয়টি সমিতিতে সদস্য পদের দীর্ঘ এবং অন্যান্য বিবেচ্য বিষয় বিবেচনা করে কমিটির সিদ্ধান্ত নির্বাহী কমিটিকে জানাবেন, যদি সেরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

গ) বেনাভোলেন্ট ফান্ডের জন্য একটি আলাদা হিসাব পরিচালনা করা হবে।

ঘ) বেনাভোলেন্ট ফান্ড সংক্রান্ত বিধান সমূহ ০১লা জানুয়ারী, ২০২২ থেকে কার্যকরী হবে।

ঙ) নির্বাহী কমিটি পরবর্তী প্রয়োজনে বেনাভোলেন্ট ফান্ড সংক্রান্ত বিধি যখন যেখানে প্রয়োজন, তা সেভাবে গঠন করতে পারবেন।

চ) সমিতির কোন সাধারণ সদস্যের মৃত্যু হইলে অথবা স্থায়ী ভাবে আইন পেশা পরিচালনায় অক্ষম হয়ে আবেদন করলে এবং উক্তরূপ আবেদন হবে বলিয়া কার্যকরী কমিটি মৃত সদস্যের উত্তরাধিকারী অথবা জীবিত সদস্য স্বয়ং নিম্নোক্ত হারে বেনাভোলেন্ট ফান্ডের অর্থ লাভ করবেন।

১লা জানুয়ারি ২০২২ ইং তারিখে অত্র সংশোধন কার্যকর হওয়ার পূর্বে যাদের (সাধারণ সদস্য) প্র্যাক্টিস ৩০ বৎসর পূর্ণ হয়েছে তারা জমাকৃত অর্থের ৩০ গুণ, ২০ বৎসর পূর্ণ হয়েছে তারা জমাকৃত অর্থের ২৫ গুণ, ১০ বৎসর হয়েছে তারা জমাকৃত টাকার ২০ গুন এবং ১০ বৎসর পর্যন্ত ১৫ গুন অর্থ প্রাপ্য হবে। তবে সাধারণ সদস্যের প্র্যাকটিস এর বয়স ৩০ বৎসর পূর্ণ হলে সর্বোচ্চ ১৭,০০,০০০/- (সতের লক্ষ) টাকা প্রাপ্য হবেন। এবং আজীবন সদস্য সর্বোচ্চ ২০,০০,০০০/- (বিশ লক্ষ) টাকা প্রাপ্য হবেন।

ছ) কোন আজীবন সদস্য অথবা কোন সাধারণ সদস্যের ক্ষেত্রে যারা আইনজীবি সমিতিতে ৩০ বৎসর আইন পেশা পূর্ণতা লাভ করেন তাহার আবেদনের প্রেক্ষিতে নির্বাহী কমিটি যুক্তি সঙ্গত মনে করিলে তিনি জীবদ্দশায় ২৫% অর্থ প্রাপ্য হবেন। তবে আজীবন সদস্য হওয়ার ১০ বৎসর পূর্ণ হলেও ২৫% বেনাভোলেন্ট ফান্ডের অর্থ প্রাপ্য হবেন। কোন অবস্থাতেই ২য় বার বেনাভোলেন্ট ফান্ড জন্য আবেদন করা যাবে না। এই নিয়ম সাধারণ ও আজীবন উভয় প্রকার সদস্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। তবে ২৫% এর পরিমাণ নির্ধারিত হইবে, সাধারণ সদস্যের ক্ষেত্রে যে দিন হিসাব করা হয়েছে ঐ দিন পর্যন্ত উপ অনুচ্ছেদ (চ) এর বিধান অনুসারে প্রাপ্ত মোট টাকার উপর এবং আজীবন সদস্যের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সিলিং এর উপর। যিনি একবার ২৫% অর্থ গ্রহণ করেছেন কেবলমাত্র মৃত্যু ঘটিলে অথবা স্থায়ী ভাবে অবসর গ্রহণ করলে তিনি বা তার উত্তরাধীকারী অবশিষ্ট ৭৫% প্রাপ্ত হবেন, এই ক্ষেত্রে স্থায়ী অবসর বলতে বার কাউন্সিল এর সনদ সারেন্ডারকে বুঝাবে।

জ) কোন সদস্য ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত বেনাভোলেন্ট ফান্ড এর চাঁদা পরিশোধ সুযোগ পাবেন। ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদ অতিক্রান্ত হলে সংশ্লিষ্ট সদস্য বেনাভোলেন্ট ফান্ডের সুবিধা বঞ্চিত হবেন তবে এরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সদস্য শুধুমাত্র তার মোট জমাকৃত টাকা কোন প্রকার ভর্তুকি বা গুনিতক হিসাব ছাড়া উঠাইয়া নিতে পারিবেন।

ঝ) ০১লা জানুয়ারি ২০১২ ইং হইতে কার্যকর সংশোধনীর প্রেক্ষিতে যে সকল আজীবন সদস্য ইতিমধ্যে ২০ বৎসর পূর্ণতার প্রেক্ষিতে বেনাভোলেন্ট ফান্ড এর ২৫% অর্থ গ্রহণ করেছেন তারা আজীবন সদস্য হলেও জীবদ্দশায় আর কোন অর্থ উত্তোলন করতে পাবেন না এবং মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী বা স্থায়ী অক্ষমতায় স্বয়ং অবশিষ্ট ৭৫% অর্থ পাবেন এবং সাধারণ সদস্যের ক্ষেত্রেও একই ভাবে প্রযোজ্য হবে। উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে যারা সংবিধান মোতাবেক বেনাভোলেন্ট ফান্ড হতে ২৫% অর্থ উত্তোলন করেছেন ভবিষ্যতে বেনাভোলেন্ট ফান্ড এর সিলিং বৃদ্ধি হলেও ২৫% এর বৃদ্ধিকৃত অর্থ সে সকল সদস্যরা পাবে না।

ঞ) যে সকল আজীবন সদস্য সমিতির নিয়মিত সদস্য নয় কিন্তু আজীবন সদস্য পদ লাভ করেছেন তারা সম্মানিত আজীবন সদস্য হিসাবে গণ্য হবেন। যাহারা অনিয়মিত সদস্য থাকিবেন- তাহারা অত্র সমিতি হইতে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা পাইবেন না। অনিয়মিত সদস্য/সম্মানিত আজীবন সদস্যদের ক্ষেত্রে ডেথ রেফারেন্স/ শোকসভা অনুষ্ঠিত হইবে না।

ট) নমিনি নিয়োগঃ- বিজ্ঞ আইনজীবি সাহেব তাহার ভবিষ্যৎ পাওনাদির ব্যাপারে নিজ স্ত্রী/ সন্তান/ পোষ্যদের মধ্য হইতে সর্বোচ্চ দুইজনকে নমিনি নিয়োগ করিতে পারিবেন। নমিনিগণ বিজ্ঞ আইনজীবি সাহেবের মৃত্যুর পর তাহার সমস্ত পাওনাদি গ্রহন করিতে পারিবেন। নমিনি নিয়োগ করা না হইলে নিজ নিজ ধর্মীয় বিধান মতে উত্তরাধিকারগনের মধ্যে মৃত আইনজীবি সাহেবের ত্যাজ্য অর্থ প্রদান করা হইবে। নমিনি নিয়োগ বিষয়ে অত্রবারের রেজিষ্ট্রারে সংরক্ষণ করা হইবে।

অনুচ্ছেদ-২৩
কল্যাণ তহবিল

ক) জাতীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্য দেয়ার বিষয়টি এবং কোন সদস্যের দুরবস্থার প্রেক্ষিতে সহায়তার লক্ষ্যে কল্যাণ তহবিল নামে একটি তহবিল থাকবে এবং প্রত্যেক সদস্য প্রতি বছর হিসাবে ১০০/- (এক শত) টাকা চাঁদা দিবেন। অন্যান্য অর্থের উৎস হবে, প্রতি নতুন সদস্য থেকে ৭০০/- (সাতশত) টাকা, প্রত্যেক আজীবন সদস্য থেকে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা এবং প্রতি ওকালতনামা থেকে ৫/- (পাঁচ) টাকা। প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে সাধারণ পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে সমিতির সাধারণ সভায় সমিতি এই সব চাঁদার হার বৃদ্ধি করতে পারবেন।

খ) নির্বাহী কমিটি কোন দুঃস্থ সদস্যের জন্য কল্যাণ তহবিল থেকে সংশ্লিষ্ট বছর অনুসারে সংবিধান মোতাবেক সদস্যের জীবদ্দশায় তার সদস্য পদ থাকা সাপেক্ষে অর্থ প্রদান করতে পারবেন। উল্লেখ্য যে, কোন সদস্য কল্যান তহবিল হইতে সর্বোচ্চ ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা পাইবেন। তবে কোন সদস্য তাঁর জীবদ্দশায় একবার মাত্র উক্ত সর্বোচ্চ ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা গ্রহণ করিতে পারিবেন। কিন্তু কোন সদস্যের পাওনা থাকলে তা উত্তোলন করতে পারবেন। কিন্তু ঐ বৎসরের পাওনা থাকলে Ratio হিসেবে তা উত্তোলন করতে পারবেন। কোন সদস্যেও আবেদনক্রমে সাধারণ সম্পাদক নির্বাহী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে উক্ত অর্থ বরাদ্ধ করিবেন।

অনুচ্ছেদ-২৪
ভবিষ্যত চাহিদার সহায়তা তহবিলের বিধান

১। এই সকল বিধান ভবিষ্যত চাহিদার সহায়তা তহবিল সংক্রান্ত গঠনতন্ত্র হিসাবে বিবেচনা করা হবে। এই তহবিল নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হবে এবং নির্বাহী কমিটি এই তহবিল পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন। ভবিষ্যত চাহিদা তহবিলের একটি উপ-কমিটি থাকবে যার ৫ জন নির্বাচিত সদস্য নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত হবেন এবং উক্ত উপ-কমিটিতে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক অন্তর্ভূক্ত থাকবেন এবং যে কোন টাকা বরাদ্দের বিষয়ে এই কমিটি সিদ্ধান্ত নিবেন। ভবিষ্যত চাহিদার তহবিল সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছা প্রণোদিত চাঁদার ভিত্তিতে এবং তার বাধ্যবাধকতা নাই।

২। তহবিলের উৎস ঃ

ক) চাঁদা দাতাদের দেয়া অর্থ।

খ) প্রত্যেক ওকালতনামা থেকে আয় হওয়া টাকার মধ্যে থেকে ১০% টাকা প্রভিডেন্ট ফান্ডে/ ভবিষ্যত তহবিলে জমা দিতে হবে।

গ) চাঁদার ও দানের ক্ষেত্রে পাওয়া লভ্যাংশ।

ঘ) ওকালতনামা থেকে প্রাপ্ত টাকা ব্যতিত চাঁদা দাতার দেয়া চাঁদার সমপরিমান টাকা কোন চাঁদা দাতার হিসাবের খাতে আইনজীবি সমিতি অর্থ প্রদান করতে পারবেন। গ্রাহকের হিসাবে টাকা দেয়ার পর অবশিষ্ট পরিমাণ প্রভিডেন্ট ফান্ডে/ ভবিষ্যত তহবিলে জমা করা হবে। প্রয়োজনে সাধারণ তহবিল থেকে ও টাকা দেয়া যাবে।

ঙ) সাধারণ পরিষদ যে রূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন সেরূপ ভাবে অন্যান্য উৎসহ থেকেও অর্থ সংগ্রহের মাধ্যমে তহবিল বৃদ্ধি করতে পারেন।

৩। শর্ত ও যোগ্যতা ঃ

ক) এই বিধান কেবল মাত্র দাতা/প্রদানকারীর প্রতি প্রযোজ্য হবে এবং এই সমিতির সকল সদস্য যে বা যারা প্রভিডেন্ট ফান্ডে টাকা দিতে আগ্রহী তাদের ক্ষেত্রেও হবে।

খ) প্রভিডেন্ট ফান্ডের সকল সদস্য ভর্তি ফি বাবদ ১০০/- (একশত) টাকা জমা দিবেন এবং প্রতি মাসে ২০০/- (দুইশত) টাকা হারে প্রভিডেন্ট ফান্ডে টাকা পরবর্তী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পরিশোধ করবেন। বিধান থাকে যে, যদি কোন দাতা তার দেয় টাকা দিতে ব্যর্থ হন, তাহলে প্রতি মাসের জন্য ৫ (পাঁচ) টাকা বিলম্ব ফি সহ ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে চাঁদার টাকা পরিশোধ করিবেন এবং ১ (এক) বছর পর্যন্ত প্রতি মাসের জন্য ১০/- (দশ) টাকা হিসাবে বিলম্ব ফি সহ চাঁদার টাকা পরিশোধ করবেন। এক বছর এভাবে অতিক্রান্ত হওয়ার পর চাঁদা দাতার হিসাব বন্ধ করে দেয়া হবে। তবে উক্ত গ্রাহক বা দাতা তার দান ফেরত/পুনঃপ্রদানের জন্য আবেদন করতে পারবেন এবং তিনি তার বর্তমান জমার টাকা ফেরত পাবেন, এক্ষেত্রে প্রযোজ্য সার্ভিস চার্জ বিয়োজন করার পর কোন দাতার দান করার মেয়াদ তিন বছর পূর্ণ হওয়ার পর তিনি প্রভিডেন্ট ফান্ডের জন্য আবেদন করতে পারবেন এবং তার এ ক্ষেত্রে সকল প্রকার জমা দেয়া টাকার অনুকূলে ৮০% (শতকরা আশি) পর্যন্ত টাকা বিনা সুদে ঋণ হিসাব গ্রহণ করতে পারবেন এবং পরবর্তী ৪ (চার) মাসের (চার) কিস্তিতে উক্ত টাকা ফেরত দিবেন।

৪। হিসাব ঃ

"প্রভিডেন্ট ফান্ড" গাজীপুর জেলা আইনজীবি সমিতি নামে একটি হিসাব খোলা হবে এবং প্রত্যেক দাতা/গ্রাহকের নামে উপ-হিসাব খোলা হবে যার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দাতা/গ্রাহক কে ঋণ দেয়া যাবে। সে অনুযায়ী ব্যাংক হিসাব সংক্রান্ত তথ্য বা দাতা/গ্রাহকের জন্য খোলা হয়েছে সে সম্পর্কিত মাসিক তথ্য আইনজীবি সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়ে উপস্থিত হবে। প্রত্যেক দাতা/গ্রাহকের দানের বিবরণ সম্বলিত আলাদা হিসাব রেজিষ্ট্রার সমিতির অফিসে রাখা হবে।

৫। ফেরত দেয়া বা পুনঃ টাকা দেয়া সম্পর্কিত বিধান ঃ

ক) প্রভিডেন্ট ফান্ডের বিধান অনুযায়ী যদি কোন গ্রাহক দাতা তার জমাকৃত টাকা ফেরত নিতে চান, তাহলে ১০ (দশ) বৎসরের কম সময় জমাদানকারী শুধু জমাকৃত টাকা ফেরত পাবেন। দশ বৎসরের অধিক সময় জমাদানকারী জমাকৃত টাকার দ্বিগুন ফেরত পাবেন।

খ) কোন জমাদানকারীর মৃত্যু জনিত কারণে প্রভিডেন্ট ফান্ড উপ-কমিটি জমাদানকারীর মনোনীত প্রতিনিধিকে, ঋণ থাকলে তা বিয়োজন করে জমাকৃত টাকার দ্বিগুন টাকা পরিশোধ করিবেন।

৬। প্রভিডেন্ট ফান্ডের সদস্য পদের যোগ্যতা ঃ

ক) একজন আইনজীবি যিনি এই আইনজীবি সমিতির সদস্য, তিনি প্রভিডেন্ট ফান্ডের সদস্য হওয়ার জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন। যদি কোন সদস্য প্রভিডেন্ট ফান্ডের সদস্য হতে চান, তাহলে তাকে সদস্য হওয়ার জন্য নির্ধারিত ফরমে সমিতির সাধারণ সম্পাদক বরাবরে আবেদন করতে হবে।

খ) প্রতি ফরমের জন্য ১০০/- (একশত) টাকা নেয়া হবে। প্রভিডেন্ট ফান্ডের দাতা/গ্রাহক হওয়ার জন্য সকল আবেদন পত্র সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক প্রতি বছরের ০১ জুলাই থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত গ্রহণ করা হবে। সাধারণ প্রভিডেন্ট ফান্ডের জন্য গঠিত উপ-কমিটির মতামত সহ কোন সদস্যকে প্রভিডেন্ট ফান্ডের দাতা/গ্রাহক অন্তর্ভূক্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন।

৭। প্রভিডেন্ট ফান্ড সংক্রান্ত যে কোন বিধান প্রযোজন অনুযায়ী পুনরায় সংশোধন করা যাবে এবং সাধারণ পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে নির্বাহী কমিটিতে সেরূপ সংশোধন করতে পারবেন ।

অনুচ্ছেদ-২৫
প্রবীন আইনজীবি কল্যান তহবিল ঃ-

সদস্য হওয়া কালীণ সময়ে যাহাদের বয়স ৪০ বৎসরের বেশী হইবে তাহাদের কল্যানার্থে এই তহবিল গঠন করা হইবে। প্রত্যেক সদস্য বাৎসরিক ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা জমা দিবেন। কোন সদস্য স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করিলে বা সদস্যের মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধিকারীগণ মোট জমা দেওয়া টাকার ২গুণ প্রাপ্ত হইবেন। প্রবীন কল্যান তহবিল এর নামে ব্যাংকে একটি আলাদা হিসাব খোলা হইবে।

অত্র সমিতির NOC হইতে প্রাপ্ত ৫০% টাকা উক্ত তহবিলে বরাদ্ধ হইবে। অত্র তহবিলে ভর্তিকালীণ সময়ে এককালীন ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা জমা প্রদান করিবেন। অত্র তহবিলের সদস্য হওয়ার বিশ বৎসর অতিক্রান্ত হইলে জমাকৃত টাকার ২৫% টাকা জীবদ্দশায় উত্তোলন করিতে পারিবেন।

অনুচ্ছেদ-২৬
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার নিয়ন্ত্রণ

অত্র সমিতির পূর্ব অনুমতি ব্যতীত বিজ্ঞ কোন আইনজীবি/ আইনজীবি সহকারী/ শিক্ষানবীশ বা সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অত্র বার বা আদালতের কোন কার্যক্রম সম্পর্কে কোন সংবাদ বা বিজ্ঞাপন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম/ প্রচার মাধ্যমে প্রচার করা যাইবে না। উক্তরূপ কর্মকান্ড আচরন বিধি লংগন হিসাবে গণ্য হইবে এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে আমলে আসিবে।

অনুচ্ছেদ-২৭
শোক দিবস ঃ-

বিগত ২৯ শে নভেম্বর ২০০৫ ইং সনে গাজীপুর জেলা আইনজীবি সমিতিতে সন্ত্রাসী জে.এম.বি কর্তৃক আত্মঘাতী বোমা হামলায় বিজ্ঞ চারজন আইনজীবি শহীদ হয় এবং অর্ধশত বিজ্ঞ আইনজীবি, আইনজীবি সহকারী ও বিচারপ্রার্থী আহত হয়। একই ধারাবাহিকতায় বিগত ১লা ডিসেম্বর ২০০৫ ইং তারিখে সন্ত্রাসী জে.এম.বি কতৃক আত্মঘাতী বোমা হামলায় প্রায় ১৫ জন বিজ্ঞ আইনজীবি গুরুতর আহত হয়। উভয় ঘটনাটি গাজীপুর জেলা আইনজীবি সমিতির ইতিহাসে সবচেয়ে শোকাবহ ঘটনা। উক্ত ভয়াল ও শোকাবহ ঘটনার স্মরক হিসাবে ২৯ শে নভেম্বরকে গাজীপুর জেলা আইনজীবি সমিতির শোক দিবস হিসাবে ঘোষণা করা হইল। প্রতি বছর উক্ত দিবসে কালো ব্যাচ ধারণ, শহীদ বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, শোক র‍্যালী, শোক সভা ও দোয়া অনুষ্ঠিত হইবে। সকল বিজ্ঞ আইনজীবিগণ ২৯শে নভেম্বর কর্মবিরতি পালন করিবেন।

অনুচ্ছেদ-২৮
দন্ড

ক) আইনজীবি সমিতির কোন সদস্য কোন মামলা, স্যুট, আপীল অথবা অন্য কোন আইনী প্রক্রিয়ায় উপস্থিত হওয়া, পরিচালনা করা, যুক্তি উপস্থাপন করা অথবা কারো পক্ষে কাজ করতে পারেন না, যখন কোন সদস্য ইতিঃপূর্বে বর্ণিত দায়িত্বে কর্তব্যে নিয়োজিত আছেন তাহার অনুমতি ব্যতিত এবং সংশ্লিষ্ট সদস্য তার প্রাপ্য সকল পাওনা না পেয়ে থাকেন, তবে বিধান থাকে যে, ইতিপূর্বে নিয়োজিত সদস্য বা সদস্যগণ যদি সংশ্লিষ্ট পক্ষের নিকট যথাযথ ভাবে হাজির হয়ে দায়িত্ব পালন না করেন অথবা পূর্ব নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবিকে বাদ দিয়ে নয় বরং তাহার সহিত অতিরিক্ত হিসাবে কাজ করতে পারবেন।

খ) কোন সদস্য উপরোক্ত বিধি লঙ্গন করলে ক্ষুব্ধ সদস্যের দেয় টাকা জমা দেয়া হয় এবং এই রূপ টাকা পরিশোধের জন্য দায়ী হবেন যার ফি সমূহ পরিশোধিত আছে অথবা নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেয়া আদেশ মানতে বাধ্য, আদেশ অমান্য করলে তিনি যে দোষী হবেন। এইরূপ অসদারচণের জন্য ব্যাখ্যা দিতে বাধ্য থাকবেন এবং সে ক্ষেত্রে নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হিসাবে বিবেচিত হবে।

গ) সমিতির কোন কার্যনির্বাহী সভার কোন আলোচিত বিষয় প্রকাশ করা যাবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত কার্যকরী করার জন্য প্রস্তাব আকারে গৃহীত না হবে। কোন সদস্য এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে তিনি দোষী হবেন এবং তার এইরূপ অসদাচরণের জন্য ব্যাখ্যা দিতে বাধ্য থাকবেন এবং সেক্ষেত্রে নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হিসাবে বিবেচিত হবে।

ঘ) সমিতি এমন কোন ব্যক্তিকে সদস্য হিসাবে গ্রহণ করবেন না, যারা দালাল বা টাউট হিসাবে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘোষিত হয়েছে। যদি কোন সদস্যের আচরণ বা কার্যকলাপ নির্বাহী কমিটির নিকট অপেশাদার অথবা অসম্মান জনক হিসাবে প্রতীয়মান হয় অথবা বৈধ পেশার পরিপন্থি কোন কৃতকর্ম ধরা পড়ে তাহলে উক্ত সদস্যকে দায়ী করে নির্বাহী কমিটি যথাযথ ব্যবস্থা তার বিরুদ্ধে নেবেন।

ঙ) কোন কার্যকরী কমিটি বার্ষিক সাধারণ সভার মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ আয়-ব্যয় বিবরণী প্রদান করতে ব্যর্থ হইলে উল্লিখিত মেয়াদের সমুদয় আর্থিক দায় বহন করিতে বাধ্য থাকবেন। পরবর্তী কমিটি প্রয়োজনে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহনের মাধ্যমে উক্ত অর্থ আদায় করতে পারবেন এবং দায়ী কর্মকর্তাবৃন্দ সমিতিতে ভবিষ্যতে নির্বাচনে অংশগ্রহণের অযোগ্য হবেন।

অনুচ্ছেদ-২৯
নির্বাচন বিধি

ক) স্বাভাবিক ভাবে সমিতির নির্বাচন পরিশিষ্ট-"খ"-তে বর্ণিত নির্ধারিত ফরমে ব্যালট পেপার হিসাবে ব্যবহার করে প্রতি বছরের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনের কমপক্ষে ০১ (এক) মাস পূর্বে সাধারণ পরিষদ নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করবেন। নির্বাচন অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে নির্বাহী কমিটি একজনকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার সহ ৫ সদস্যের কমিশনার সমন্বয়ে একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন এবং উক্ত নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পরিচালনার জন্য সমিতির সদস্যগণের মধ্য থেকে এক বা একাধিক সদস্যকে প্রিজাইডিং ও পোলিং অফিসার হিসাবে দায়িত্ব পালনের জন্য মনোনীত বা নির্ধারিত করবেন।

খ) নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত তারিখের কমপক্ষে ১২ (বার) দিন পূর্বে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অনুচ্ছেদ-৭ ধারা-ক তে বর্ণিত পদের জন্য গঠনতন্ত্রের পরিশিষ্ট 'ক' তে বর্ণিত নির্ধারিত ফরমে আগ্রহী প্রার্থীদের নিকট থেকে মনোনয়নপত্র আহবান করবেন। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার জন্য কমপক্ষে ০৫ (পাঁচ) দিন সময় দেয়া হবে যা একজন যোগ্য সদস্য কর্তৃক প্রস্তাবিত ও অপর একজন কর্তৃক সমর্থিত হয়ে জমা হতে হবে। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় সভাপতি পদের প্রার্থী ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা, প্রত্যেক সহ-সভাপতি পদের জন্য ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা, সাধারণ সম্পাদকের জন্য ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা, অন্যান্য কর্মকর্তা পদের জন্য ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা এবং নির্বাহী কমিটির সদস্য পদের জন্য ১,০০০/- (এক হাজার) টাকার জমা দেয়া রশিদ সংযুক্ত করে জমা দিতে হবে।

গ) গাজীপুর জেলা আইনজীবি সমিতি একটি অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য হয় বিধায় সমিতির নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দল/নেতা/নেত্রীর ছবি/পোষ্টার/ব্যানার/স্লোগান ব্যবহার করা যাবে না। কোন প্রার্থীর পোষ্টার/বিলবোর্ড/প্ল্যাকার্ড ব্যবহার নিষিদ্ধ থাকবে। আইনজীবি ব্যতিত অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচনী প্রচারণায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। কোন প্রার্থী নির্বাচনের আচরণ বিধি লংঘন করলে বা কোন ভোটার অবৈধ ভাবে প্রলোভন/ভয়ভীতি/প্ররোচিত করার চেষ্টা করলে প্রমাণ সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশন উক্ত প্রার্থীর প্রার্থীতা বাতিল করতে পারবেন। সে ক্ষেত্রে কমপক্ষে এক ঘন্টার মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিতে হবে প্রয়োজন বোধে নির্বাচন কমিশন সময়োপযোগী আচরণ বিধি প্রনয়ন করতে পারবেন। তফসিল ঘোষণার পূর্বে আনুষ্ঠানিক নির্বাচনী প্রচারণা করা যাবে না।

ঘ) জমা দেওয়া সকল মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনের পরবর্তী কার্য দিবসে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক বাছাই করা হবে এবং বাছাই প্রক্রিয়ার পরবর্তী দিন পর্যন্ত জমা দেওয়া মনোনয়নপত্র যে কোন ইচ্ছুক প্রার্থী প্রত্যাহার করতে পারবেন।

ঙ) মনোয়নপত্র যাচাই বাছাইয়ের পর যদি দেখা যায় যে, নির্ধারিত পদে বা পদ সমূহে প্রতিদ্বন্দী কোন প্রার্থী নাই বা একক প্রার্থী আছেন, সেক্ষেত্রে উক্ত প্রার্থীকে নির্বাচন কমিশন নির্বাচিত ঘোষণা করতে পারবেন।

চ) একজন প্রার্থী যিনি কোন খেলাপী অথবা ব্যক্তি সঙ্গত কারণে অযোগ্য হন নাই, তিনি নীচে বর্ণিত যে কোন পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন তবে তাকে অবশ্যই পদ অনুযায়ী আইনজীবি হিসাবে নিচে বর্ণিত মেয়াদের কার্যকাল থাকতে হবে।

পদের নাম কমপক্ষে কার্যকাল-

১. সভাপতি	২০	বছর
২. সহ-সভাপতি	১৫	বছর
৩. সাধারণ সম্পাদক	১৩	বছর
৪. সহ-সাধারণ সম্পাদক	১০	বছর
৫. কোষাধ্যক্ষ	১০	বছর
৬. লাইব্রেরী সম্পাদক	৮	বছর
৭. অডিটর	৭	বছর
৮. সাংস্কৃতিক সম্পাদক	৭	বছর
৯. ক্রীড়া সম্পাদক	৭	বছর
১০. মহিলা সম্পাদিকা	৫	বছর
১১. সদস্য	৩	বছর

ছ) সকল সদস্য, যারা খেলাপী নয় তারা ভোট দেওয়ার অধিকারী এবং তিনি বা তারা চাহিদা মাত্র প্রিজাইডিং অফিসার নির্ধারিত ফরমের ব্যালট পেপারে ভোটার সূত্র উল্লেখ করে ভোটারকে দেবেন।

জ) নির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচনের কমপক্ষে ১২ (বার) দিন পূর্বে নিয়মিত সদস্যগণের সম্বলিত একটি ভোটার তালিকা প্রস্তুত করবেন।

ঝ) প্রত্যেক ভোটার তার পছন্দের প্রার্থীর নামের পাশে একটি ক্রস (x) চিহ্ন দিয়ে ভোট দিবেন, এবং ঐ উদ্দেশ্যে রক্ষিত সীলগালা করা স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সে ব্যালট পেপার ফেলবেন।

ঞ) কোনরূপ বিরতি ছাড়া পোলিং বুথ সকাল ৯.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত খোলা থাকবে, তবে যোহর নামাজের জন্য বেলা ১.৩০ মিনিট থেকে ২.০০ টা পর্যন্ত বিরতি থাকবে। বিকাল ৫.০০ টার পর কোন ভোটারকে ভোট কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না। যে সকল ভোটার পোলিং বুথের মধ্য অবস্থান করেছেন তিনি তার ভোট দিতে পারবেন। অতঃপর সকল প্রার্থী অথবা তাদের মনোনীত প্রতিনিধির সামনে নির্বাচন কমিশনার ব্যালট বাক্স খুলবেন এবং সঠিক ভাবে গণনার পর সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোট পাওয়ার প্রার্থীকে নির্বাচিত ঘোষণা করতে পারবেন।

ট) যদি কোন পদের ক্ষেত্রে দুইজন অগ্রগামী প্রার্থী সমান ভোট পান তাহলে টসের মাধ্যমে একজনকে নির্বাচিত করা হবে।

ঠ) নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর পরবর্তী কার্য দিবসে নির্বাচন কমিশন নব-নির্বাচিত কর্মকর্তা ও সদস্যগণের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করবেন এবং শপথ বাক্য পাঠ করাবেন।

ড) শপথ অনুষ্ঠানের পর উক্ত কার্যদিবসেই বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক নব-নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদকের নিকট যাবতীয় বিষয়াদি সহ দায়িত্ব বুঝিয়ে দিবেন।

অনুচ্ছেদ-৩০

যদি এই গঠনতন্ত্রের কোন অনুচ্ছেদ বা বিধির অর্থের ব্যাপারে কোন পার্থক্যমূলক বা দ্বিমত প্রকাশিত হয় তাহলে সমিতির সভাপতি কর্তৃক সে বিষয়ে জারিকৃত রুলিং চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

অনুচ্ছেদ-৩১

যদি এই গঠনতন্ত্রের অথবা ইহার কোন ধারা সংশোধন বা পরিবর্তন করা হয় এবং যদি এরূপ সংশোধনী বা পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট উপ-কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে থাকে তাহলে প্রথমে নির্বাহী কমিটি এবং তারপর সাধারণ পরিষদ থেকে ইহা ৭ (সাত) দিনের নোটিশের মাধ্যমে অনুমোদন করতে হবে। ভবিষ্যতে সংবিধানের সংশোধিত ও পরিমার্জিত অংশ সমিতির সংবিধানের অংশবিশেষ বলে গণ্য হবে। সংবিধান সংশোধন করিলে পুরো সংবিধান পুস্তিকাসহ পুনঃমুদ্রণ যৌক্তিক হবে না। শুধুমাত্রই সংশোধিত ও পরিমার্জিত অংশ বা অংশ বিশেষগুলো আলাদা পাতা আকারে সংবিধানের শেষে সংযুক্ত করা যেতে পারে।

অনুচ্ছেদ-৩২
কর্মচারী পরিচালনা

ক) সমিতির নিয়োজিত কর্মচারীদের ক্ষেত্রে আলাদা চাকুরী বিধি থাকবে যা নির্বাহী কমিটি কর্তৃক চূড়ান্ত হবে। উক্ত চাকুরী বিধি চুড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান দ্রব্য মূল্যের উর্ধ্বগতিতে কর্মচারীদের প্রতি বাৎসরিক বাজেট সভায় বেতন বৃদ্ধি করা হবে। তবে নিয়োজিত কর্মচারীগণের সর্বশেষ বেতনের ৬০% মূল বেতন হিসাবে গণ্য হইবে। তাহাদের মূল বেতনের $\frac{১}{৮}$ অংশ কর্তন করিয়া প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমা হইবে। চাকুরী শেষে উহার দ্বিগুন প্রাপ্ত হইবে। তবে অসদাচরনের দায়ে চাকুরী চ্যুত হলে শুধু জমাকৃত টাকা ফেরত পাইবে। প্রত্যেক কর্মচারী নিয়োগের দিন হইতে নিম্ন হারে গ্র্যাচুয়িটি (Gratuity) লাভ করিবেন। কর্মচারীগণের প্রাপ্য টাকা সমিতির সাধারণ তহবিল হইতে পরিশোধ করা হইবে।

১-৩ বৎসর ঃ (×)।

৩- ৫ বৎসর ঃ প্রতি বৎসরের জন্য (০১) এক মাসের মূল বেতনের ১ $\frac{১}{২}$ (দেড় গুন)।

৫ (পাঁচ) বৎসরের অধিক হলে ঃ প্রতি বৎসরের জন্য (০১) এক মাসের মূলবেতনের ২ গুন (দ্বিগুন)।

অনুচ্ছেদ-৩৩

ক) গাজীপুর জেলা আইনজীবি সমিতি আইন দ্বারা এক সংস্থাভূক্ত হওয়ায় একটি সাধারণ সীল রাখার ও ব্যবহার করার অধিকার থাকবে এবং তা কেবলমাত্র সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হবে। সমিতির সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ও সমিতির সকল তহবিল ও সম্পদ সমূহ যার মালিকানা ও দখল সমিতির হিসাবে বর্ণনা করা আছে এবং পরবর্তীতে যে সকল তহবিল ও সম্পদের মালিকানা ও দখল অর্জন করা হবে তা নির্বাহী কমিটির অনুকূলে বজায় থাকবে এবং সেক্ষেত্রে নির্বাহী কমিটির কোন সদস্য অথবা সমিতির কোন সদস্যের ব্যক্তিগত মালিকানার কোন প্রকার অধিকার বা স্বার্থ থাকবে না অথবা সমিতির কোন সম্পদে কারো ব্যক্তিগত অধিকার থাকবে না।

খ) কোন মোকদ্দমা বা মামলায় কোন আদালত কর্তৃক গাজীপুর জেলা আইনজীবি সমিতির বিরুদ্ধে কোন রায় বা ডিক্রি জারী করা না থাকলে কোন কর্মকর্তা বা সদস্যের অথবা নির্বাহী কমিটির বা সমিতির কোন সদস্যের সম্পত্তি হিসাবে কোন কিছু বিবেচিত হবে না।

গ) সকল দ্রব্য, চেতনা, দলিলপত্র, কার্যাবলী যা কিছু করা হয়েছে, তা যদি গঠনতন্ত্র প্রস্তুতের পূর্বে করা হয়ে থাকে তবে সেগুলো গঠনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী সে সব বৈধ ও যথাযথ করা হয়েছে বলে গণ্য করা হবে। এই গঠনতন্ত্র গাজীপুর জেলা আইনজীবি সমিতির যা ০১ জুলাই ১৯৮০ ইং থেকে কার্যকরী হয়। এই সকল সংশোধনী গাজীপুর জেলা আইনজীবি সমিতির সভাপতি জনাব রেজাউল করিম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নির্বাহী কমিটির ২৭ মে ১৯৮৪ ইং তারিখে সভায় অনুমোদিত হয়।

০১লা জানুয়ারী ২০২২ ইং তারিখে সীল ও স্বাক্ষর দেয়া হয়।

এ্যাড. মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
সভাপতি
গাজীপুর জেলা আইনজীবি সমিতি।

মোঃ জাকিরুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক
গাজীপুর জেলা আইনজীবি সমিতি।

মোঃ রেজাউল করিম

২৭ মে ১৯৮৪ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন।

গাজীপুর জেলা আইনজীবি সমিতির সভাপতি জনাব আলহাজ্ব মোঃ হুমায়ুন কবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ১১/১০/১৯৯৪ ইং তারিখে সাধারণ সভায় প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলি কোনরূপ দ্বি-মত ছাড়া অনুমোদিত হয়।

আলহাজ্ব মোঃ হুমায়ুন কবির
১১ অক্টোবর ১৯৯৪ ইং তারিখে সভায় সভাপতিত্ব করেন।

প্রস্তাবিত সংশোধনী সমিতির সভাপতি জনাব হারিছ উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ২০ আগষ্ট ১৯৯৭ ইং তারিখে সভায় অনুমোদিত হয়।

হারিছ উদ্দিন আহমেদ

২০ আগষ্ট ১৯৯৭ ইং তারিখে সভায় সভাপতিত্ব করেন।

প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলি সমিতির সভাপতি জনাব আব্দুল মান্নান পাঠানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ২০ জানুয়ারি ২০০০ ইং তারিখের সভায় কোনরূপ দ্বিমত ছাড়া অনুমোদিত হয়।
আব্দুল মান্নান পাঠান
২০ জানুয়ারি ২০০০ ইং তারিখে সভায় সভাপতিত্ব করেন।

প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলি সমিতির সভাপতি জনাব রফিক উদ্দিন আহমেদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ২৫ মার্চ ২০০৪ ইং তারিখের সভায় কোনরূপ দ্বিমত ছাড়া অনুমোদিত হয়।

রফিক উদ্দিন আহমেদ
২৫ মার্চ ২০০৪ ইং তারিখের সভায় সভাপতিত্ব করেন।

প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলি সমিতির সভাপতি জনাব সুলতান উদ্দিন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ১৩ নভেম্বর ২০০৬ ইং তারিখে সভায় কোনরূপ দ্বিমত ছাড়া অনুমোদিত হয়।

মোঃ সুলতান উদ্দিন
১৩ নভেম্বর ২০০৬ ইং তারিখের সভায় সভাপতিত্ব করেন।

প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলি সমিতির সভাপতি জনাব আঃ ছাত্তার এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ২৮ জানুয়ারি ২০০৮ ইং তারিখের সভায় কোনরূপ দ্বিমত ছাড়া অনুমোদিত হয়।

মোঃ আব্দুস ছাত্তার
২৮ জানুয়ারি ২০০৮ ইং তারিখের সভায় সভাপতিত্ব করেন।

প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলি সমিতির সভাপতি জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন বাবুল এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ১৮ জানুয়ারি ২০১১ ইং তারিখের সভায় কোনরূপ দ্বিমত ছাড়া অনুমোদিত হয়।

মোঃ আমজাদ হোসেন বাবুল

১৮ জানুয়ারি ২০১১ ইং তারিখের সভায় সভাপতিত্ব করেন।

প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলি সমিতির সভাপতি জনাব আলহাজ্ব দেওয়ান মোঃ ইব্রাহীম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ২৮ অক্টোবর ২০১৫ ইং তারিখের সভায় কোনরূপ দ্বিমত ছাড়া অনুমোদিত হয়।

আলহাজ্ব দেওয়ান মোঃ ইব্রাহীম
২৮ অক্টোবর ২০১৫ ইং তারিখের সভায় সভাপতিত্ব করেন।

প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলি সমিতির সভাপতি জনাব ডক্টর মোঃ সহিদউজ্জামান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ইং তারিখের সভায় অনুমোদিত হয়।

ডক্টর মোঃ সহিদউজ্জামান
০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ইং তারিখের সভায় সভাপতিত্ব করেন।

প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলি সমিতির সভাপতি সুদীপ কুমার চক্রবর্তী এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ----- ইং তারিখের সভায় অনুমোদিত হয়।

সুদীপ কুমার চক্রবর্তী

---- ২০১৮ ইং তারিখে সভায় সভাপতিত্ব করেন।

পরিশিষ্ট “ক”

গাজীপুর জেলা আইনজীবি সমিতির নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তা ও সদস্য পদে নির্বাচনের অংশ গ্রহণের জন্য মনোনয়নপত্র নিম্নরূপ ঃ

১। প্রার্থীর পূর্ণ নাম (বড় অক্ষরে) ঃ-

২। তার সদস্যপদের নিবন্ধন সংখ্যা ঃ-

৩। যে পদের জন্য তিনি প্রার্থী ঃ-

৪। ক) প্রস্তাবক (পূর্ণ নাম) ঃ-

খ) সদস্য রেজিষ্ট্রারে তার ক্রমিক নম্বর ঃ-

৫। ক) সমর্থক (পূর্ণ নাম) ঃ-

খ) সদস্য রেজিষ্ট্রারে তার ক্রমিক নম্বর ঃ-

৬। মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার তারিখ ঃ-

৭। আইনজীবি হিসাবে তার অন্তর্ভূক্তির তারিখ ঃ-

প্রস্তাবকের স্বাক্ষর

সমর্থকের স্বাক্ষর প্রার্থীর স্বাক্ষর

দাখিলের তারিখ সহ নির্বাচন কমিশনারের স্বাক্ষর

পরিশিষ্ট “খ”

সভাপতি

(প্রত্যেক ভোটার একটি ভোট দেবেন)

১।

২।

সহ-সভাপতি

(প্রত্যেক ভোটার দুইটি ভোট দেবেন)

১।

২।

সাধারণ সম্পাদক

(প্রত্যেক ভোটার একটি ভোট দেবেন)

১।

২।

সহ-সধারণ সম্পাদক

(প্রত্যেক ভোটার একটি ভোট দেবেন)

১।

২।

কোষাধ্যক্ষ

(প্রত্যেক ভোটার একটি ভোট দেবেন)

১।

২।

পাঠাগার সম্পাদক

(প্রত্যেক ভোটার একটি ভোট দেবেন)

১।

২।

অডিটর

(প্রত্যেক ভোটার একটি ভোট দেবেন)

১।

২।

সাংস্কৃতিক সম্পাদক

(প্রত্যেক ভোটার একটি ভোট দেবেন)

১।

২।

ক্রীড়া সম্পাদক

(প্রত্যেক ভোটার একটি ভোট দেবেন)

১।

২।

মহিলা সম্পাদিকা

(প্রত্যেক ভোটার একটি ভোট দেবেন)

১।

২।

পরিশিষ্ট "গ"

আমি ..... পিতা ..... মহান স্রষ্টার নামে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করছি যে, আমি গাজীপুর জেলা আইনজীবি সমিতির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী . . পদের দায়িত্ব সমূহ নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিপালন করব।

আমি বাস্তব বিশ্বাসের অধিকারি এবং সমিতির প্রতি অনুগত ও বিশ্বাস থাকব। আমি গঠনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী সকল সদস্যের কল্যাণের জন্য যে কোন প্রকার ভয় ভীতি বা পক্ষাপাতিত্বের বা অসৎ উদ্দেশ্যের উর্ধ্বে থেকে সকল প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখব।

আমি ..... ধর্মীয় ভাবে আরো শপথ করছি যে, আমি কখনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কোন ব্যক্তির সঙ্গে আমার অধীনের কোন বিষয় অথবা আমার জানা বিষয় ..... হিসাবে যোগাযোগ অথবা ফাস করব না। তবে আমার দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে যা প্রকাশ করা যাবে সে সব বিষয় ব্যতিত।

নির্বাচন কমিশনার কর্তৃক পরিচালিত স্বাক্ষরিত

২৭শে মে ১৯৮৪ ইং তারিখে সীল ও স্বাক্ষর দেওয়া হয়।

এস আহমেদ
সাধারণ সম্পাদক

মোঃ রেজাউল করিম
সভাপতি

১১ অক্টোবর ১৯৯৪ ইং তারিখে সীল ও স্বাক্ষর দেয়া হয়।

মোঃ নূরুল আমিন
সাধারণ সম্পাদক

আলহাজ্ব মোঃ হুমায়ুন কবির
সভাপতি

৩১ আগষ্ট ১৯৯৭ ইং তারিখে সীল ও স্বাক্ষর দেয়া হয়।

মোঃ ওয়াজউদ্দিন মিয়া
সাধারণ সম্পাদক

হারিছ উদ্দিন আহমেদ
সভাপতি

২০ জানুয়ারি ২০০০ ইং তারিখে সীল ও স্বাক্ষর দেয়া হয়।

মোঃ ওয়াজউদ্দিন মিয়া
সাধারণ সম্পাদক

আব্দুল মান্নান পাঠান
সভাপতি

২৫ মার্চ ২০০৪ ইং তারিখে সীল ও স্বাক্ষর দেয়া হয়।

মোঃ আব্দুল আউয়াল
সাধারণ সম্পাদক

রফিক উদ্দিন আহমেদ
সভাপতি

এই গঠনতন্ত্র ২০ আগষ্ট ১৯৯৭ ইং পর্যন্ত পরিবর্তিত ও সংশোধিত এবং ০৬ আগষ্ট ১৯৯৭ ইং থেকে কার্যকরি।
৩১ আগষ্ট ১৯৯৭ ইং তারিখে সীল ও স্বাক্ষর দেয়া হয়।

হারিছ উদ্দিন আহমেদ
সাধারণ সম্পাদক
গাজীপুর জেলা আইনজীবি সমিতি।

মোঃ ওয়াজউদ্দিন মিয়া
সভাপতি
গাজীপুর জেলা আইনজীবি সমিতি।

এই গঠনতন্ত্র ২০ জানুয়ারি ২০০০ ইং পর্যন্ত পরিবর্তিত ও সংশোধিত এবং ০১ জানুয়ারি ২০০০ ইং থেকে কার্যকরী।

২০ জানুয়ারি ২০০০ ইং তারিখে সীল ও স্বাক্ষর দেয়া হয়।

আব্দুল মান্নান পাঠান
সভাপতি
গাজীপুর জেলা আইনজীবি সমিতি।

মোঃ ওয়াজউদ্দিন মিয়া
সাধারণ সম্পাদক
গাজীপুর জেলা আইনজীবি সমিতি।

এই গঠনতন্ত্র ২৫ মার্চ ২০০৪ ইং পর্যন্ত পরিবর্তিত ও সংশোধিত এবং ০১ মে ২০০৪ ইং থেকে কার্যকরী।

২৫ মার্চ ২০০৪ ইং তারিখে সীল ও স্বাক্ষর দেয়া হয়।

রফিক উদ্দিন আহমেদ
সভাপতি
গাজীপুর জেলা আইনজীবি সমিতি।

মোঃ আব্দুল আউয়াল
সাধারণ সম্পাদক
গাজীপুর জেলা আইনজীবি সমিতি।

এই গঠনতন্ত্র জানুয়ারি ২০০৬ ইং পর্যন্ত পরিবর্তিত ও সংশোধিত

৩ জানুয়ারি ২০০৬ ইং তারিখে সীল ও স্বাক্ষর দেয়া হয়।

মোঃ সুলতান উদ্দিন
সভাপতি
গাজীপুর জেলা আইনজীবি সমিতি।

মোঃ আমজাদ হোসেন বাবুল
সাধারণ সম্পাদক
গাজীপুর জেলা আইনজীবি সমিতি।

এই গঠনতন্ত্র ২৮ জানুয়ারী ২০০৮ ইং পর্যন্ত পরিবর্তিত ও সংশোধিত ২৮ জানুয়ারি ২০০৮ ইং তারিখে সীল ও স্বাক্ষর দেয়া হয়।

আঃ ছাত্তার
সভাপতি
গাজীপুর জেলা আইনজীবি সমিতি।

মোঃ মনির হোসেন
সাধারণ সম্পাদক
গাজীপুর জেলা আইনজীবি সমিতি।

এই গঠনতন্ত্র ১৮ জানুয়ারি ২০১১ ইং পর্যন্ত পরিবর্তিত ও সংশোধিত।

১৮ জানুয়ারি ২০১১ ইং তারিখে সীল ও স্বাক্ষর দেয়া হয়।

মোঃ আমজাদ হোসেন বাবুল
সভাপতি
গাজীপুর জেলা আইনজীবি সমিতি।

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
সাধারণ সম্পাদক
গাজীপুর জেলা আইনজীবি সমিতি।

এই গঠনতন্ত্র জানুয়ারি ২০১৬ ইং পর্যন্ত পরিবর্তিত ও সংশোধিত।

১লা জানুয়ারি তারিখে সীল ও স্বাক্ষর দেয়া হয়।

আলহাজ্ব দেওয়ান মোহাম্মদ ইব্রাহিম
সভাপতি
গাজীপুর জেলা আইনজীবি সমিতি।

মোঃ মনির হোসেন
সাধারণ সম্পাদক
গাজীপুর জেলা আইনজীবি সমিতি।

এই গঠনতন্ত্র জানুয়ারী ২০১৭ ইং পর্যন্ত পরিবর্তিত ও সংশোধিত।

০১লা জানুয়ারী ২০১৭ ইং তারিখে সীল ও স্বাক্ষর দেয়া হয়।

ডক্টর মোঃ সহিদউজ্জামান
সভাপতি
গাজীপুর জেলা আইনজীবি সমিতি।

মোঃ এমরান হোসেন
সাধারণ সম্পাদক
গাজীপুর জেলা আইনজীবি সমিতি।

এই গঠনতন্ত্র ০১ জানুয়ারী ২০১৮ ইং পর্যন্ত পরিবর্তিত ও সংশোধিত।

০১লা জানুয়ারী ২০১৮ ইং তারিখে সীল ও স্বাক্ষর দেয়া হয়।

সুদীপ কুমার চক্রবর্তী
সভাপতি
গাজীপুর জেলা আইনজীবি সমিতি।

মোঃ মনজুর মোর্শেদ প্রিন্স
সাধারণ সম্পাদক
গাজীপুর জেলা আইনজীবি সমিতি।

০১লা জানুয়ারী ২০২২ ইং তারিখে সীল ও স্বাক্ষর দেয়া হয়।

এ্যাড. মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
সভাপতি
গাজীপুর জেলা আইনজীবি সমিতি।

মোঃ জাকিরুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক
গাজীপুর জেলা আইনজীবি সমিতি।